হুয়াল গণী।

সর্ব্ব উত্তম ! সাবেকী ছাপা !! আসল !!!

আমির সদাগর ও

ভেলুয়া সুন্দরী

রচয়ের—মুন্সী মোয়াজ্জম আলী।

উপরোক্ত নামিয় পুথির কপিস্বত্ব কুমিল্লা নিবাসী মুন্সী মোয়াজ্জম আলী সাহেবের পুত্র মহাম্মদ ইয়াছিন মিয়ার নিকট হইতে কপিস্বত্ব রেজেষ্টারী কাবালা দ্বারা খরিদ করিয়া ছাপাইলাম। খরিদা সুত্রে মালিক ও

প্রকাশক—

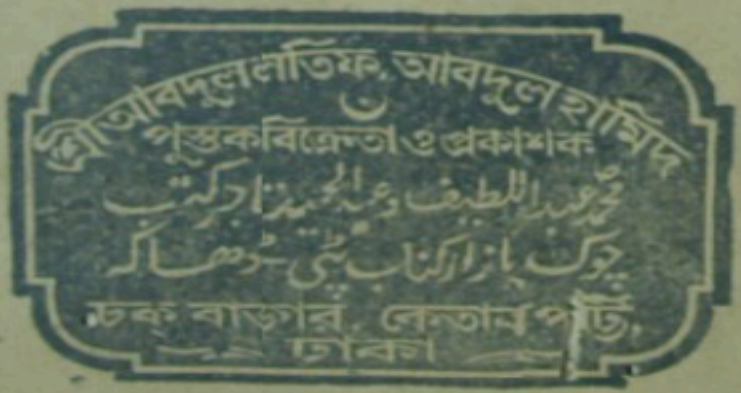

প্রিন্টার—এম, আজিজর রহমান চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।
হামিদিয়া প্রেস, চুড়িহাট্টা, ঢাকা।
তাং ৮—১০—৪৫ ইং।

এলাহী ভরসা।

আমির সদাগর ও
ভেলুয়া সুন্দরীর পুথি।

হাম্‌দো না'আত।

বিছমিল্লা আল্লার নাম স্মরিয়া প্রথম ॥ আদ্য মূল্য শির সেইরে শোভিত উত্তম ❀ প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার ॥ যেই প্রভু জীব দানেরে স্থাপিল সংসার ❀ সৃজিল পর্ব্বত আদি গিরি সৃজবর ॥ অথাধ সমুদ্র মধ্যেরে তরঙ্গ লহর ❀ সৃজিলেক সপ্ত মহি এ সপ্ত ব্রনাণ্ড ॥ চতুরদিশ ভুবন সৃজিরে করি খণ্ড ❀ সৃজিল পাতাল আদি স্বর্গ নরক আর ॥ স্থানে স্থানে নানা বস্তুরে করিল প্রচার ❀ সৃজিলেক আগুণ পবন জলে ক্ষিতি ॥ সৃজিলেক নানা রঙ্গরে করি নানা ভাতি ❀ সৃজিলেক চন্দ্র সূর্য্য দিবা আর রাতি ॥ সৃজিলেক গ্রহ আর রে স্নিগ্ধ কর জ্যোতি ❀ সৃজিলেক শীত গ্রীষ্ম আলো অন্ধকার ॥ করিল মেঘের মধ্যেরে বিদ্যুৎ সঞ্চার ❀ সৃজিল সমুদ্র মৎস্য জল চর কুল ॥ সৃজিল ছিপিতে মুক্তারে রত্ন বহু মূল ❀ দ্বিতীয়ে প্রণাম করি হবিব আল্লার ॥ যে সৃষ্টি বিধিরে করিল প্রচার ❀ ঘুচাইতে আমাদের ভ্রম অন্ধকার ॥ ভেজিল উজ্জল ছবিরে হবিব খোদার ❀ ভক্তি ভরে প্রনামী সে যুগল চরণ ॥ ভেলুয়া সুন্দরী কেচ্ছারে করিব বর্ণন ❀

কেচ্ছা শুরু।

শুন২ বন্ধুগণরে শুন দিয়া মন ॥ ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্ব্বজন ❁ তাহার দেশের নামরে জান তৈৈল্যা নগর ॥ তাহার বাপের নামরে জান রাজা মনুহর ❁ মা জননীর নামরে জান ময়নারে সুন্দরী ॥ সেই ঘরে হইয়াছেরে জন্ম ভেলুয়া সুন্দরী ❁ কি কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান ॥ দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের প্রাণ ❁ আকাশের চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী ॥ দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্র কুপৌর পরী ❁ কাছে গেলে দেখা যায়রে সোনার প্রতিমা ॥ আর সুন্দর লাগেরে ভেলুয়ার চক্ষের ভঙ্গিমা ❁ আখির উপর ভুরু কন্যার অতি মনোহর ॥ পদ্ম ফুলের মাঝেরে যেমন রসিক ভোমর ❁ ভাল পুষ্প পাইয়ারে ভোমর মধু করে পান ॥ তেকারণে সুন্দর লাগেরে বাকা দু-নয়ন ❁ আখির উপরে কন্যাররে খেচিছে কামান ॥ হেরিলে কারিয়ারে লয় জগতের প্রাণ ❁ চন্দ্র সূর্য্য যিনিরে ভেলুয়ার বদন ॥ কুন্দের কলিকা যিনিরে হস্ত পদের গঠন ❁ সারি২ দন্ত গুলি যেন মুকুতা বাহার ॥ হাসির বিজলী চটকের অতি চমৎকার ❁ সিনার উপর দুটিরে কনক কোটরা ॥ মধু লোভে মত্ত হইয়ারে গুঞ্জরে ভোমরা ❁ এক ডালে জোর কমলারে রহিয়াছে ধরিয়া ॥ কোন রসিক ভোমরা নাহিরে মধু খাইতে বইয়া ❁ বারো বচ্ছর হইয়াছেরে ভেলুয়ার তের নাহি পুরে ॥ একাশ্বরী থাকেরে কন্যা জোর মন্দির ঘরে ❁ ভেলুয়ার কথারে এবে হৌক নিবারণ ॥ আমির সাধুর কথারে কিছু শুন দিয়া মন ❁ তাহার বাপের নামরে জান মানিক সদাগর ॥ মা জননীর নামরে জান সোনাই রে সুন্দর ❁ তার দেশের নামরে জান শামলা বন্দর ॥ সেই দেশে হইয়াছেরে জন্ম লাখের আমির সদাগর ❁ রূপে গুণে আমির সাধুর রে কি করি বাখান ॥ দিনে২ বাড়ে সাধুরে পূর্ণিমার চান ❁ এক মাস দুই মাস সাধুর বৎসর পূরণ ॥ পাচ বৎসরের দিছেরে সাধুরে পড়িবার কারণ ❁ দিন বাছি দিন পাইয়াছেরে আউয়াল শুক্রবার ॥ পড়িবারে দিছেরে সাধুরে মাদ্রাসা মাঝার ❁ প্রথমে বিছমিল্লারে সাধু পড়ে আলিফ লাম ॥ চৌদ্দ এলেম পূর্ণ সাধু করিছে তামাম ❁ এই মতে আমির সাধুররে বৎসর দশ হইল ॥ শিকার করিতে রে সাধু মনেতে উঠিল ❁ আমির সাধুর বাপের নামরে মানিক সদাগর ॥ তার এক মাঝি ছিলরে নামে গৌরল ধর ❁ তারপরে আমির সাধুরে কি কাজ

করিল ৷ গৌরল ধর মাঝির বাড়িতে যাইয়া পৌছিল ❀ মাঝি মাঝি বলিরে সাধু যখন দিছে ডাক ॥ গৌরল ধরের বধু, আমিরে দিলেন জওয়াব ❀ কার খাইলাম ধার কর্জ্জরে কার করিলাম চুরি ॥ কেনবা ডাকিলারে আমার স্বামীর নাম ধরি ❀ আমির সাধু উঠিয়ে বলে শুনরে খবর ॥ মানিকধরের পুত্র আমিরে আমির সদাগর ❀ আমিরের নামরে বধু শুনিছে যখন ॥ স্বামীর নিকটেরে খবর দিল ততক্ষণ ❀ যখন শুনিলরে সাধু আমিরের নাম ॥ শীঘ্রকরি আমিরে মাঝি জানাইল ছালাম ❀ কি কারণে ডাকিলারে সাধু বোল যে আমারে ॥ চৌদ্দ কাহণ ডিঙ্গারে মাঝি সাজাই দেও মোরে ❀ তেলৈঙ্গা নগরে যাইমুরে মাঝি শিকার করিতে ॥ শীঘ্র ডিঙ্গা সাজাইরে মাঝি আনিবা সাক্ষাতে এইকথা শুনিরে মাঝি গমন করিল ॥ চৌদ্দ কাহণ ডিঙ্গারে মাঝি সাজাইতে লাগিল ❀ এমন সাজনি সাজাররে ডিঙ্গা কি করি বাখান ॥ নানান কারিগরীরে করে জাহাজের প্রমাণ ❀ আমির থাকিবে যেই ডিঙ্গার উপরি ॥ সেই ডিঙ্গা এইরূপেরে মাঝি দিল সাজন করি ❀ প্রত্যেক তক্তার গায়েতে মাঝি ভেলুয়ার ছবি থারি ॥ আমিরের ছবি বসাইল সারি সারি ❀

(আমির সাধুর গান—রাগিণী বেহাগ তাল মধ্যমান)

গৃহে রহিব কেমনে, গৃহে রহিব কেমনে ॥
কেমনে তাহার বিনে, ধরিব জীবনে ❀
রহেনা মন গৃহে আর, কি করি উপায় তার,
না পাইলে প্রাণ কান্দে, বাচিনা বাচি কেমনে ॥
কি ক্ষেণে তাহারী সনে, দেখা হৈল কু স্বপনে ❀
ভুলি ভুলি করি আমি, ভুলে না এ দুনয়নে ॥
হীন মোয়াজ্জমে ভোনে, কেন সাধু ভাব মনে,
যাই আমি আনি তারে, মেলাইব দুই জনে ❀

(ডিঙ্গা সাজাইবার বয়ান)

প্রথমেতে সাজাররে ডিঙ্গা নামেতে ফোরকান ॥ সেই ডিঙ্গাতে তুলি লৈছেরে কিতাব কোরাণ ❀ দ্বিতীয় সাজায়রে ডিঙ্গা নামে আউল কাউল ॥ সেই ডিঙ্গাতে তুলি লৈছেরে ভাল চিকন চাউল ❀ তার পরে সাজায়রে ডিঙ্গা নামে লক্ষী ধর ॥ নানান নিধি জন্য লৈছেরে আমির সদাগর ❀ তার পরে সাজায়রে ডিঙ্গা নামে হাড়ি মুড়ি ॥ সেই

ডিঙ্গাতে তুলি লৈছেরে মসল্লার গুড়ি ❀ তারপরে সাজায়রে ডিঙ্গা নামে হক চুর ॥ মিষ্টা জল ভরি সবরে ডিঙ্গা কৈল পুর ❀ তারপরে সাজায়রে ডিঙ্গা নমেতে রুংমালা ॥ খর্গ আদি অস্ত্র শস্ত্র বাছি লৈছে ভালা ❀ তার পরে সাজায়রে ডিঙ্গা নামেতে কল্যান ॥ ঝার বন কাটিরে সব করেন্ত ময়দান ❀ তার পরে সাজায়রে ডিঙ্গা নামে হংস মালা ॥ ছয় মাসের পন্থে থাকিরে দেখা যায় গলা ❀ তার পরে সাজায়রে ডিঙ্গা নামে খৈয়া পেটি ॥ ধনে মালে না ভরিলেরে কাটি ভরে মাটি ❀ তার পরে সাজায়রে ডিঙ্গা নামে কাঞ্চন মালা ॥ সেই ডিঙ্গাতে তুলি লৈছেরে বারুদ আর গোলা ❀ তার পরে সাজায়রে ডিঙ্গা নামেতে হাঙ্গরা ॥ সেই ডিঙ্গাতে সাজাই লইয়াছেরে সোনার কেমরা ❀ তার পরে সাজায়রে ডিঙ্গা নামে গুয়াবর ॥ সেই ডিঙ্গাতে ছওার হইতরে মাঝি কর্ণ ধর ❀ তার পরে সাজায়রে ডিঙ্গা শ্যামলা সুন্দর ॥ সেই ডিঙ্গাতে ছওার হইতরে আমির সদাগর ❀ তারপরে আমির সাধুয়ে কি কাজ করিল ॥ সৈন্য সেনা লইরে সাধু ডিঙ্গাতে উঠিল ❀ সারঙ্গ ছুকানিরে জান টেগুলের বরাবর ॥ বদর সুমারী তোলেরে জাহাজের লঙ্গর ❀ একদিন দুই দিনেরে জান আল্লার কেরামত ॥ তিন দিনে চলি গেলরে চৌদ্দ দিনের পথ ❀ সেইস্থানে যাইরে সাধু নিরক্ষিয়া চায় ॥ তেলৈন্যা নগরের ঘাটরে সাধু দেখিবারে পায় ❀ সেইখানে যাইরে ডিঙ্গা লঙ্গর করিল ॥ শিকার করিতে সাধু কুলেতে উঠিল ❀ কুলেতে উঠিয়া সাধুয়ে দৃষ্টি করি চায় ॥ নয় লক্ষ কবুতর দেখিবারে পায় ❀ নয় লক্ষ কবুতর মাঝেরে এক কবুতর ॥ কলেমা তৈয়ব সদা মুখে পড়ে তার ❀ কলেমা তৈয়ব যদিরে আমির শুনিল ॥ গুলাইল খেচিয়ারে সাধু সে কবুতর মারিল ❀ গুলাইলের আঘাত খাইরে সোনার কবুতর ॥ উড়িয়া পড়িল গিয়া ভেলুয়ার গোচর ❀ ধরপর করি পড়েরে ভেলুয়ার বুকের উপর ॥ মরিলেক বুকের পুড়েরে সোনার কবুতর ❀ হাতের মাঝে লইয়ারে ভেলুয়া কান্দিতে লাগিল ॥ কোন সতীনের পুতরে মোর কবুতর মারিল ❀ কোন জনে মারিল মোর হাউসের কবুতর ॥ আকাশ ভাঙ্গি পরুক রে তার মুণ্ডের উপর ❀ জোড়ার কবুতর মোর কোন জনে মারিল ॥ কোন দুষ্টে বিনা দোষে গুলাইল মারিল ❀ কার নষ্ট নাহি করে মোরি কবুতর ॥ কোন দুষ্টে গুলি দিল তাহার উপর ❀ বিলাপ করিয়া কান্দে ভেলুয়া সুন্দরী ॥ কান্দন শুনি সাধু ভাই আইল

দৌড়াদৌড়ি ❀ ভেলুয়া সুন্দরীর জান সাত ভাই ছিল ॥ কান্দন শুনিয়া তারা জিজ্ঞাসা করিল ❀ শুন২ ওগো ভৈনগো বলি যে তোমারে ॥ কি কারণে কান্দ তুমি টাঙ্গির উপরে ❀ ভেলুয়া বলেন শুন২ সাত সহদর কোন দুস্টে মারিল মোর সর্দ্দার কবুতর ❀ এই কথা সাত ভাই যখনে শুনিল ॥ বারুদের ঘরে যেন আগুণ লাগাইয়া দিল ❀ কহে হেন কেবা আছে তেলৈঙ্গা নগরে ॥ তোমার কবুতর মারে রে হেন শক্তি ধরে ❀ গর্জ্জিয়া সে সাত ভাইয়ে ডিঙ্গার কাছে গেল ॥ আমির সাধুরে ডাকিরে কহিতে লাগিল ❀ এতেক দেমাগ তোমার রে মনে নাহি ডর ॥ কি হেতু মারিলা মোর রে ভগ্নির হাউসের কবুতর ❀ গৌরল ধর উঠি বলেরে শুন দিয়া মন ॥ কবুতরের মুল্য দিবরে লাগে যত ধন ❀ সাত ভাইয়ে বলেরে শালা দেখিবারে পাই ॥ কবুতরের মুল্য দিতিরে সেই ধন নাই আমির সাধু উঠি বলেরে না কর বড়াই ॥ তোর দেশে আসিয়াছিরে আমি তোরে না ডরাই ❀ সাত ভাইয়ে বলেরে শালা কর সদাগরী ॥ কবুতরের মুল্যরে লইব শালা গর্দ্দনা চাই ধরি ❀ আমির সাধু বলেরে তোর বাপে না পারিব ॥ তেলৈঙ্গা নগর আমিরে সাগরে ডুবাব ❀ সাত ভাইয়ে ক্রোধ করি বাড়ীতে আসিয়া ॥ সত্তর হাজার সৈন্য লৈছেরে সাজন করিয়া ❀ প্রথমে আসিয়ারে তারা কি কাজ করিল ❀ চৌদ্দ কাহন ডিঙ্গারে সাধু কুলেতে তুলিল ❀

(আমির সাধুর সাতে ভেলুয়ার সাত ভাইয়ের যুদ্ধ)

তারপর আমির কোন কাম করিল ॥ কুলেতে নামিয়ারে যুদ্ধ লাগাইয়া দিল ❀ ক্রোধ করি আমির সাধু লাগিল গর্জ্জিতে ॥ তেলৈঙ্গা নগর সহ লাগিল কাঁপিতে ❀ নাকারা টিকারা বাজেরে সানাই হিল্লোল তেলৈঙ্গা নগরে হৈছেরে কান্দনের রোল ❀ সাত ভাইয়ে মারে কামান পুর্ব্ব দিয়া চলে ॥ শতে২ লোক মরে পরী দলে২ ❀ আমির সাধু মারে কামান পশ্চিম দিয়া যায় ॥ কিবা রাত্রি কিবা দিনরে চিনা নাহি যায় তীর গোলা কামান আদি মারে লাখে২ ॥ বসুমতী কম্পে জানরে গোর্জ্জের ধমকে ❀ কামানের আওয়াজ যেন সিংহের গর্জ্জন ॥ দুই দিগে লোক জনে মরে ঘন২ ❀ কেহ বলে আল্লা২ কলেমা পড়ে বইয়া কেহ বলে আল্লার মুল্লুক যাবে তল হইয়া ❀ কার যায়রে হস্ত কাটিয়ারে কার পদ নাই ॥ কত জন মরার মতরে রহিছে লুকাই ❀ যুদ্ধের ধমকে জান কম্পে বসুমতী ॥ আমির সাধু বলেরে আল্লা হবে কোন গতী ❀

মাতা পিতা নাই মোর নাইরে সৈন্যগণ ॥ তেলৈন্যা নগরে আসিয়ে হইল মরণ ❀ এই রূপে সাত দিনরে গুজারিয়া গেল ॥ আমির সাধুর সৈন্য সবরে রণে ভঙ্গ দিল ❀ তার পরে সাত ভাইয়ে আমির সাধু ধরি ॥ হাতে পায়ে দিল জানরে জেলখানার বেড়ী ❀ ধাক্কার উপরে ধাক্কারে মারে জনে জন ॥ আমির সাধুর দুঃখ দেখিরে বিদরে জীবন ❀ অকান্দনে কান্দেরে সাধু চক্ষুর পরে ছানি ॥ কোথায় রৈছ পিতা মোরমে দুর্ল্লভ জননী ❀ এইসব দুঃখেরে আমার মা বাপে দেখিত ॥ তেলৈন্যা নগর জানরে সাগরে ডুবাইত ❀ আমির সাধুরে কান্দেরে করি হায়রে হায় ॥ মারি ধরি সাত ভাইয়েরে বাড়ীতে লইয়া যায় ❀ আমির সাধুর দুঃখ দেখি যে কান্দে সর্ব্বজন ॥ মৎস্য আদি জল চররে পশু পক্ষীগণ ❀ মারি ধরি সাত ভাইয়ে বাড়ীতে আনিল ॥ সাত মনি পাথর সাধুর বুকের উপর দিল ❀ পাথরের ভারে আমির সাধুর সিনা হৈল চুর ॥ কান্দি২ কয়রে সাধু আল্লার হুজুর ❀ কান্দন শুনিয়ারে ভেলুয়ার জননী ॥ লাঠি হাতে লই বুড়িরে চলিছে তখনি ❀ ধীরে২ যাইরে বুড়ি নিরক্ষিয়া চায় ॥ সোনার বরণ তনুরে ভুমিতে গড়ায় ❀ তার কাছে যাই বুড়ি পুছিল খবর ॥ কার পুত্র বাবুরে তোমার কোন দেশে ঘর ❀ সাধু বলেরে বুড়ি শুনরে খবর ॥ মানিক ধরের পুত্র আমিরে আমির সদাগর ❀ আমার মায়ের নামরে জান শোনাইরে সুন্দর ॥ আমার রাজ্যের নামরে শুন শামলা বন্দর ❀ এই কথা শুনিরে বুড়ি কান্দিয়া উঠিল ॥ বুকের পাষাণ ফেলহরে বেড়াইয়া ধরিল ❀ ভৈন পুত্র২ বলিরে বুড়ি বন্দন খুলিয়া ॥ ঘরেতে আসিলরে বুড়ি আমির সাধুরে লইয়া ❀ সাত ভাইরে দেখিয়ে তারা গর্জ্জিয়া উঠিল ॥ দুষ্ট সদাগর মায়েরে কি লাগি আনিল ❀ মায়ে বলে শুনরে যাদু আমার বচন ॥ এই বেটা হয় জানরে আমার ভৈনের নন্দন ❀ তোমরা সকলে ভাই শুন মন দিয়া ॥ না চিনিয়া যুদ্ধ করি আনিছ ধরিয়া ❀ আমার ভৈন আছেরে জান শোনাইরে সুন্দর ॥ মায়ে বাপে দিছেরে বিয়া শামলা বন্দর ❀ এই সৈত্য ভৈনেরে সঙ্গেরে করিয়াছি শুন ॥ বেটি হইলে বিয়া দিবরে মোর বেটার স্থান ❀ আমার ঘরে হৈলেরে বেটি বিয়া দিমু দানে ॥ দুই ভৈনের ধর্ম্মের কথারে আল্লাতালা জানে ❀ ভেলুয়ার মায়েরে যখন একথা কহিল ॥ সাত ভাইয়ের গোস্বারে সব পানি হৈয়া গেল ❀ সোনার রূপার পানি দিয়ারে পোছল কন্যাইল ॥

তার পরে দর্জী সবরে কাপড় আনি দিল ❀ রেশমী কাপড় দিছেরে করিবারে সাজ ॥ মাথায় আনি দিলরে সাধুরে হাজার টাকার তাজ ❀ গায়ের দিল শালের কোট পিন্দনে চিকন ধুতি॥ পায়ের মাঝে দিছেরে আনি ভালা চিনার জুতি ❀ সব লোকে দেখিরে সাধু বলে হায়রে হায় ॥ ভেলুয়ার যোগ্য মতরে বিধাতা মিলায় ❀ এইমতে কত দিনরে গুজারিয়া যায় ॥ ভেলুয়ার বিয়ার কথারে সকলে চালায় ❀ কেহ বলে সোনা রূপারে কিছু নাহি লইব ॥ কেহ বলে এমন জামাইরে দানে বিয়া দিব ❀ কোন জনে উঠি বলেরে লক্ষ টাকা দিয়া ॥ এমন জামাই না পাইবারে ভেলুয়ার লাগিয়া ❀ আমির সাধুর উপরে জান-সবে রাজি হৈল ॥ দিন খেইন বাছি সবেরে তারিখ করিল ❀

(ভেলুয়া ও আমির সাধুর বিবাহ)

শুভ দিন শুভক্ষণে, বহু ধুমধাম সনে, সবে করে বিবাহ আয়োজন জেয়াফত করি তবে, লক্ষেং নর সবে, করাইল আহার ভোজন ❀ কত স্থান কত মতে, বাদ্য বাজে নানামতে, নাচে কত গনিকা সুন্দরী ॥ মনি মুক্তা অলঙ্কারে, আর রত্ন পাঠম্বরে, সাজাইল ভেলুয়া সুন্দরী ❀ রাজ বেশ পড়াইয়া, রত্ন মুকুট শিরে দিয়া, সাজাইল আমির সদাগর ॥ দুলা দুলাইন করি রাজি, আনিয়া সরার কাজি, পড়াইল খোৎবা বিবাহের খোৎবা পড়াইল পরে, বর কন্যা একত্র করে, মিলিলেক যেন রবি শশী চক্ষেং দেখা হইল, প্রেম আলিঙ্গন দিল, সুখে তথা গুজারিল নিশি ❀

পয়ার ❀ ভেলুয়ার বিয়ারে জান ভাই যদি হইল ॥ আমির সাধুর ডিঙ্গাতে সাত ভাইয়ে তৈয়ার করি দিল ❀ নানা দ্রব্য দিলরে জান টাকা পয়সা ধন ॥ ভেলুয়ারে লই দেশে সাধুরে করিল গমন ❀ চপলা চঞ্চলা ডিঙ্গারে হাঙ্কারিয়া যায় ॥ এক দিনে আসিরে সাধু শামলা বন্দর পায় ❀ ঘাটের মাঝে আসিরে সাধু মারিছে কামান ॥ বিজলী ঠাটার যেনরে ভাঙ্গিল আছমান ❀ কামান শুনিয়ারে সব নদীর কুলে আসি ॥ আমির সাধুর দেখিরে সব লোক হৈছে খুসি ❀ মাতাপিতা আসিলরে সাধুর কান্দিয়াং ॥ আমির সাধু কান্দন করেরে চরণে পড়িয়া মা বাপের চরণে পড়িরে বহুত কান্দিল ॥ ভেলুয়ারে লইয়া সবে ঘরে চলি গেল ❀ এইরূপে আমির সাধুরে রহে কতদিন ॥ আমিরের উপরে আল্লা ফেরায় কুদিন ❀ আমির সাধুর এক ভৈনের নাম বিবলা সুন্দরী বিবা নাহি হয়ে জানরে আছে একাশ্বরী ❀ রূপে গুণে বিবলার জুতি

চমৎকার ॥ দিবানিশি ঘরে বসিরে ভাবে করতার ❀ খাণ্ডড়ী ননদী জানরে যার ঘরে আছে ॥ কোনমতে সুখ নাইরে সেই বধুর কাছে ❀ তারপরে কি হইলরে শুন গুনিগণ ॥ আমির সাধুর মায়ে ভৈনে করেন্ত গর্জ্জন ❀ আমির সাধুর ভৈনে বলেন শুন সাধু ভাই ॥ সব কথা পাসরিয়ারে ভেলুয়ারে পাই ❀ বধু লই থাকরে সাধু ভাই পালঙ্গে বসিয়া ॥ নানান খুসি কররে সাধু ভেলুয়ারে লইয়া ❀ ঘাটে রৈছে ঘাটের ডিঙ্গারে সাধু ভাই নষ্ট হৈয়া যায় ॥ দাড়ি মাঝি যত আছেরে তাহা বৈয়া মাহিনা খায় ❀ তারপরে মা জননীরে বলে আমির সদাগর ঘরে আসি রৈলা বসিরে ভেলুয়ার গোচর ❀ হাওল্লার পুত্র নহেরে সাধু হাল চাষি খাইতা ॥ জাল্যার ছেলে নহেরে তুমি জাল যে বসাইতা সুন্দর বধু পাইয়ারে সাধু বানিজ্য পাসরিলা ॥ সদাগরের পুত্র হই ঘরে বসি রৈলা ❀ এইকথা শুনরে আমির সাধু কহিতে লাগিল ॥ মাতা ভগ্নি কাছে আমির সাধু জবাব ভালা দিল ❀ লজ্জা নাহি দিবারে মাতা ভগ্নি কহি বারেং ॥ আমি কালি চলি যাইমুরে বানিজ্য কামাইবারে ❀ একথা কহিয়া সাধুরে ভেলুয়ার কাছে যাই ॥ বানিজ্যে কথা পাসরিলরে সুন্দর কন্যা পাই ❀ ফজরে উঠিয়ারে বিবলা নিরক্ষিয়া চায় ॥ হাতে সাধু ভেলুয়ার পানের খিলি খায় ❀ এইমত দেখিয়া বিরলার বাড়িল বিদ্বেশ ॥ আপনে ছিড়িয়া ফেলেরে আপন মাথার কেশ আমির সাধু বলেরে ভৈন খোদার কছম লাগে ॥ উজানী নগরে যাইমুরে কালি ফজরের আগে ❀ এইকথা কহিরে সাধু ভেলুয়ার দিগে চায় ॥ সুন্দর মুখ দেখিরে সাধু বানিজ্য পাসরিয়া যায় ❀ তার পরে ফজরেতে সাধুরে দেখিয়া ॥ গালাগালি করে বিবলা বহুত গর্জ্জিয়া ❀ বধুর ভাতুয়ারে ভাই মোর ভারুয়া আওরতে ॥ সুন্দর কন্যা পাইয়ারে বসি রহিছ ঘরেতে ❀ এই কথা শুনিরে আমির সাধু ভেলুয়ারে কয় ॥ বানিজ্য কামাইবারে যাইমুরে কহিলাম নিশ্চয় ❀ মোর কপালে নাহি তোমার রূপরে চাহিতাম বসিয়া ॥ মা ভগ্নির কটুর কথায় আমার ফাটি যায় হিয়া ❀ মা বাপের কথায়রে আমি শিরে তুলি লইলুম ॥ বিবলার কথায়রে সুন্দর কন্যা ঘরের বাহির হইলুম ❀ এই কথা সুন্দর কন্যা শুনিল যখন ॥ আমির সাধুর পায়ে পড়ি জুড়িল কান্দন ❀

(আমির সাধুর বানিজ্যের কথা শুনিয়া ভেলুয়ার বিলাপ)

বানিজ্যের কথা শুনিরে ভেলুয়া কান্দিয়া উঠিল ॥ না যাইওরে

বলিরে সুন্দর কন্যা চরণে পাড়ল ✿ না যাইওং রে সাধু বোল্লাম তোমারে ॥ হাতের খাড়ু বেচিরে সাধু খাবামু তোমারে ✿ না যাইওরেং সাধু কহি বার বার ॥ তোমারে বেচিয়া খাবামু সপ্ত বড়ির হার ✿ না যাইওং রে সাধু আমি করি মানা ॥ তোমারে বেচিয়ারে খাবামু গলার সোনার দানা ✿ না যাইওং সাধু মোর প্রাণ ধন ॥ তোমারে বেচিয়ারে খাবামু হস্তের কাঙ্গন ✿ না যাইওং রে সাধু আমার আমক্কের পাগল ॥ তোমারে খাবামু বেচি কানের ছিকল ✿ না যাইওং রে সাধু মোর জীবনের ধর ॥ তোমারে খাবামু বেচি সোনার চাদর ✿ না যাইওং রে সাধু তোমার পায়ে ধরি ॥ তোমারে খাবামু বেচি পিন্দনের শাড়ী না যাইওং রে সাধু আমারে ফেলিয়া ॥ ঘরেং মাঙ্গি খাবামু তোমারে লইয়া ✿ না যাইওং রে সাধু আমি তোমায় বলি ॥ তোমারে খাবামু বেচি গলার হাছুলী ✿ না যাইওং রে সাধু শুন সমাচার ॥ তোমারে খাবামু বেচি অস্ট অলঙ্কার ✿ তুমি মোর প্রাণ ধন জীবের জীবন ॥ মোরে ফেলি বানিজ্যেতে না যাইও কখন ✿ তুমি যদি চলে যাও আমাকে ফেলিয়া ॥ তোমারে না দেখি আমি মরিব কান্দিয়া ✿ দুর দেশে যাবে তুমি বানিজ্য করিতে ॥ আমাকে শুপিয়া তুমি যাবে কার হাতে ✿ শাশুড়ী ননদী ঘরে অগ্নি বরাবর ॥ জ্বালাইয়া মারিবে মোরে কাঠের আকার ✿ এইমত ভেলুয়ায় অনেক কান্দিল ॥ বিদলার কথায় সাধু ব্যাকুল হইল ✿ তারপরে আমির সাধুরে কি কাজ করিল ॥ মা জননীর কাছেরে সাধু যাইয়া পৌছিল ✿ মাওং বোল মোর শুগো মাগো মুই ॥ বোল্লাম তোমারে বিদায় দেহ যাই মাগো বানিজ্য কামাই ঘরে আছে সুন্দর ভেলুয়ারে মা যতনে চাহিবা ॥ কোন অপরাধ কৈল্যেরে আপনে ক্ষেমিবা ✿ না দিও গোবর ফেলিতে কন্যার গায়ে দাগ লাগিবে ॥ নাদিও উঠান কুরাইতেরে কন্যার পায়ে ধুল পড়িবে ✿ মরিচ বাটিতে না দিওরে ভেলুয়ার হাত যে জলিবে ॥ না দিও পানি আনিতেরে কন্যার পায়ে বেথা হইবে ✿ তার পরে আমির সাধুরে করিছে গমন ॥ বাপের নিকটে যাইরে দিছে দরশন ✿ শুনং পিতা মোর শুন নিবেদন ॥ কালুকা বানিজ্য আমি করিব গমন ✿ সেবিতে না পারিতাম মা বাপের চরণ ॥ বানিজ্য যাইতে ছিল অদৃষ্টের লিখন পিতার চরণে মোর এই নিবেদন ॥ ভেলুয়ারে জানিবা তোমার

ভেলুয়া—

দুহিতার মতন ❀ একথা কহিরে সাধু করিছে গমন ॥ গৌরল ধরের বাড়ী যাইয়ারে দিছে দরশন ❀ গৌরল ধর২ বলিরে যখন ডাকিল ॥ ঘরে থাকি গৌরল ধর জওাব ভালা দিল ❀ তার পরে গৌরল ধরে নিরক্ষিয়া চায় ॥ আমির সাধু দেখিরে তবে বলে হায়রে হায় ❀ শীঘ্র গতি চলি গেলরে আমির গোচর ॥ যাইয়া ছালাম করি পুছিল খবর আমির সাধু বলে শুনরে কহি যে তোমারে ॥ কালুকা ফজরে যাইমুনে উজানি নগরে ❀ এইকথা কহিরে আমির সাধু করিছে গমন ॥ ভেলুয়ার কাছেরে যাই দিছে দরশন ❀ শুন শুন সুন্দরী ভেলুয়া কহি যে তোমারে ॥ হাসি মুখে বিদায় দেওরে বানিজ্য যাইবারে ❀ বিবির নির্ব্বন্ধ আমিরে কি রূপে খণ্ডাই ॥ তোমার সঙ্গে বঞ্চিতে সুখে মোর কপালে নাই ❀ কিন্তু এক আসা মনে রহিল আমার ॥ তোমার হাতের রন্ধন কন্যা না খাইলাম আর ❀ ভেলুয়ায় বলেরে সাধু কহি যে তোমারে ॥ কোথায় পামু ডাইল চাইল বলরে আমারে ❀ বিবা করি আনিয়াছরে মোরে সাত দিন হইল ॥ শ্বাশুড়ী ননদী মোরে রন্ধনে না দিল ❀ তার পরে সুন্দর কন্যা কি কাজ করিল ॥ বিবার দিনের কুলাব চাউল সব বাছিয়া লইল ❀ বাগানেতে যাইতে সাধু নিরক্ষিয়া চায় ॥ খোরমা আর খেজুর সব দেখিবারে পায় ❀ বাদাম কিচমিচ আর ডাব নারিকেলের জল ॥ একে২ নানান দ্রব্যরে লইছে সকল ❀ সেই তৈয়ার করিবে বদনা এক আনি ॥ আর মাঝে রাখে জানরে ডাব নারিকলের পানি ❀ তার পরে ভেলুয়ার রে চুলা এক করি ॥ খিরিসা রান্ধিল জানরে ভেলুয়া সুন্দরী ❀ বাসনেতে করিয়ে ভেলুয়া খিরিসা আনিল ॥ আমির সাধু দেখিয়ে তবে বলিতে লাগিল ❀ আমির সাধু বলেরে কন্যা কহি যে তোমারে ॥ কিবা করিয়াছরে রন্ধন আনরে হুজুরে তবে মাকি ভেলুয়ায় ছামনে আনিল ॥ একত্রে বসিয়ারে খানা দুইজনে খাইল ❀ খানা খাই দুইজনে খোসালিত মন ॥ হাত ছাফ করাইয়ারে ভেলুয়া দিছে তৎক্ষণ ❀ তারপর ভেলুয়ায় তামাক সাজাইল ॥ আগুন আনিতেরে সাধু হুকুম করিল ❀ না পারিনু বলিরে যখন ভেলুয়ায় কহিল ॥ হোক্কা নলের বারি সাধু খেচিয়া মারিল ❀ নলের বারি খাইয়ারে ভেলুয়া বেহুশ হইয়া ॥ পালঙ্কের উপরে জানরে রহিছে শুইয়া ❀ বেহুশে রাখিয়ারে সাধুয়ে ফজরে উঠিয়া ॥ ডিঙ্গার মাঝে চলি গেলরে আল্লাকে ভাবিয়া ❀ তার পরে আমির সাধু ডিঙ্গাতে

উঠিল ॥ ছাড়২ বলিরে সাধু কহিতে লাগিল ❀ গৌরল ধর মাঝিরে বলেরে আমির সদাগর ॥ কি২ সারা দিছেরে তোমার ভেলুয়া সুন্দর আমির সাধু বলেরে মাঝি কোন সাধ নাই ॥ ডিঙ্গা ছাড়ি দেওরে মাঝি বানিজ্যেতে যাই ❀ মাঝি উঠিয়া বলেরে লাখের আমির সদাগর ॥ বেজার করিয়াছ বুঝিরে তোমার ভেলুয়া সুন্দর ❀ ভেলুয়ার হাতে বুঝি না দিছে পান ফুল ॥ তেকারণে সকলের দিশা হবে ভুল ❀ এই কথা শুনিরে আমির সাধু কিছু না কহিল ॥ দাড়ি মাঝি লইয়ারে সাধু ডিঙ্গা ছাড়ি দিল ❀ সারঙ্গ ছুকানী জানরে টেগুলের বলাবল ॥ বদর সুমারী তোলেরে জাহাজের লঙ্গর ❀ সারা রাতি চালায় ডিঙ্গারে আমির সাধু করি বলাবলি ॥ হীন মোয়াজ্জমে কহেরে ঘাটে আইল চলি ❀ ফজরে উঠিয়া দাড়ি মাঝি দৃষ্টি করি চায় ॥ দিশা ভুল হৈয়া তারা চিহ্ন নাহি পায় ❀ ডাকাডাকি করিয়ে দাড়ি মাঝি জিজ্ঞাসা করিল ॥ কোন দেঁশে আইলামরে মা ভৈন আনারে বল ❀ স্ত্রীরে ডাকেরে মায়ের মায়ে ডাকে নানী ॥ কোন দেশে আসিলামরে কহ তবে শুনি ❀ এই কথা শুনিরে বধু সব হাসে খল২ ॥ আমির সাধুর দাড়ি মাঝি তারা হইছে পাগল ❀ গৌরল ধর বলেরে আমার আমির সদাগর ॥ ঘাটের ডিঙ্গা ঘাটে আইলরে শুনরে খবর ❀ এইকথা শুনিরে আমির নিরক্ষিয়া চায় ॥ ঘাটের মাঝে দেখিরে কন্যা বহুত লজ্জা পায় গৌরল ধর মাঝিরে বলেরে কহি যে তোমারে ॥ ভেলুয়ার সারা আনরে সাধু ডিঙ্গার মাঝারে ❀ এইকথা শুনিরে আমির সাধু করিছে গমন ॥ ভেলুয়ার কাছে যাইরে দিচ্ছে দরশন ❀ ভেলুয়ায় দেখিরে সাধুরে হাসিতে লাগিল ॥ কত টাকা লাভ পাইয়াছরে আমার কাছে বল ❀ আমির সাধু বলেরে সুন্দর কন্যা কহি যে তোমারে ॥ হাসি মুখে বিদায় দেওরে বানিজ্য কামাইবারে ❀ এইকথা শুনিরে ভেলুয়া হাসিতে লাগিল ॥ পান গুয়া দিয়ারে সাধুরে বিদায় করিল ❀ আমির সাধু বলেরে আমার গৌরল ধর মাঝি ॥ শীঘ্র করি ডিঙ্গা ছাড়রে ভেলুয়ায় করেছি রাজি ❀ সারঙ্গ ছুকানির টেগুলের বলাবল ॥ বদর সুমারী তোলেরে জাহাজের লঙ্গর ❀ ছাড়২ বলিরে ডিঙ্গা যখন দিছেরে ছাড়ি ছয় মাস থাকি শুনা যায়রে পারে কড়মড়ি ❀ এমন চালান চালায়রে ডিঙ্গা আল্লার কেরামত ॥ এক ঘণ্টায় চলি যায়রে তিন দিনের পথ ❀ ঘরে থাকি ভেলুয়ায় কি কাজ করিল ॥ আমির সাধু না দেখিরে

ভেলুয়ায় কান্দিয়া উঠিল ❀ বিবা করি সাত দিনরে সাধু ঘরে না রহিলা ॥ আমারে ছাড়িয়ারে সাধু বানিজ্যেতে গেলা ❀ কোন দেশে গেলারে সাধ না দেখিলা মুখ ॥ অভাগিনী মনেরে সাধু রহিছে এই দুঃখ ❀ আমারে ছাড়িয়ারে গেলারে মাছলী বন্দর ॥ মলিন না হৈছেরে আমার হৈলদের চাদর ❀ অকান্দনে কান্দেন ভেলুয়া পালঙ্গে বসিয়া দেখা দেঁও প্রাণের সাধুরে আমারে আসিয়া ❀ হাজার টাকার সিন্নি দিমুরে আল্লাতালার নামে ॥ আর হাজার টাকার সিন্নি দিমুরে ফেরেস্তার নামে ❀ আর হাজার টাকার দিমুরে গাজি কালুর নামে ॥ আমির সাধু আনি দেওরে আমার মোকামে ❀ কালুসা উঠিয়া বলেরে গাজি ভাই ফকির ॥ ভেলুয়ার সিন্নি খাওয়া করিয়া সিগ্যির ❀ তোমার নামে ভেলুয়ারে ও ভাই সিন্নি মানসা করে ॥ না খাওাইলে সিন্নিরে গদা মারিমু মাথার উপরে ❀ গদার কথা শুনিরে গাজি ফকির মনেতে ডরিয়া ॥ বিহঙ্গম পক্ষীরে আনরে ডাক ভালা দিয়া ❀ ডাক শুনি বিহঙ্গম পক্ষী শীঘ্র চলি আইল ॥ কি কারণে ডাকরে বাবু আমার কাছে বল গাজিয়ে উঠিয়া বলেরে পক্ষী শুনরে খবর ॥ আমির সাধু লই যাওরে ভেলুয়ার গোচর ❀ তারপরে কই পক্ষীরে শুন সমাচার ॥ রাইতে আনি দিবারে সাধুর ডিঙ্গার মাঝার ❀ এই কথা শুনিরে পাখী করিল গমন ॥ আমির সাধুর কাছেরে আসি দিছেরে দরশন ❀ পাখীরে যাইয়ারে বলে সাধু শুন সমাচার ॥ সিন্নি মানসা করিয়াছে ভেলুয়ায় তোমার রাইতে দেখা কর ভেলুয়ার সাতে ॥ ফজরে আনিয়া দিমুরে আপনার ডিঙ্গাতে ❀ আমির সাধু বলেরে পাখী কিরূপে যাইব ॥ পাখীরে বলেছরে সাধু পীঠে করি নিব ❀ এক ডাক দুই ডাকেরে সাধু দিমু তিন ডাক ॥ তিন ডাকে চলিয়া আসিবা আমার সাক্ষাত ❀ তিন ডাকের মধ্যেরে যদি না আসিবা তুমি ॥ তোমারে রাখিয়ারে সাধু চলি যাইমু আমি ❀ এই কথা শুনিরে আমার সাধু ছওার যে হইল ॥ পলকের ভিতরে তারে ভেলুয়ার কাছে নিল ❀ ভেলুয়া২ বলিরে সাধু যখন দিছে ডাক ॥ কোঠার ভিতরে থাকিরে ভেলুয়া দিলেন্ত জওাব ❀ কেবা আসি ডাকরে মোর নিজ নাম ধরি ॥ কার নাতী কার পতীরে আমি চিনিতে না পারি ❀ আমির সাধু উঠি বলেরে কন্যা না চিনিলা মোরে পঞ্চকুলে বিবা করি আনেছি তোমারে ❀ মানিক হরের পুতরে আমি আমির সদাগর ॥ নিসঙ্কে খোলহ দ্বার নাহি ভাব ডর ❀ ভেলুয়ায়

উঠিরে বলে মিথ্যা বল তুমি ॥ বানিজ্যেতে গেছেরে মোর দুর্ল্লভ সোয়ামী ❀ তুমি যদি হবে স্বামী চিহ্ন দেহ মোরে ॥ হীরার অঙ্গুরী আছেরে মোর স্বামীর হস্তের উপর ❀ সেই অঙ্গুরী দেওরে সাধু কোঠার মাঝার ॥ তবে সে খুলিবরে আমি কোঠার কেওার ❀ হীরার অঙ্গুরীরে সাধু কোঠার মাঝে দিল ॥ অঙ্গুরী পাইরে ভেলুয়ায় দরজা খুলিল ❀ কোঠার মাঝে গেলরে জান আমির সদাগর ॥ সাধুর বৈঠক দিলরে পালঙ্গের উপর ❀ ভেলুয়ারে দেখিরে তবে মন শান্ত হইল ॥ চরণে পড়িয়ারে ভেলুয়া ছালাম করিল ❀ আমির সাধু উঠিরে বলেরে আমার ভেলুয়া সুন্দর ॥ রাইতেং চলি যাইমুরে ডিঙ্গার উপর ❀ এই কথা শুনিরে ভেলুয়া খানা খাওাইল ॥ তারপরে দোন জনে শয়ন করিল কামেতে বিভোর হৈছেরে তারা দুই জন ॥ তার পরে নিদ্রা গেলরে হৈয়া অচেতন ❀ হেন কালে বিহঙ্গমা তিন ডাক দিল ॥ ডাক শুনি আমির সাধুরে দৌড় ভালা দিল ❀ তাড়াতাড়ি চলি গেলরে পক্ষী ডাক শুনি ॥ ভেলুয়ার কোঠার কেওার রে না বান্ধিছে পুনি ❀ ভেলুয়া সুন্দরী ছিল নিদ্রায় কাতর ॥ আমির সাধু যাইবার কালেরে না পাইছে খবর ❀ আমির সাধু লইরে পক্ষী করিছে গমন ॥ ডিঙ্গায়ে রাখিল সিয়ারে সাধু মহাজন ❀ আমির সাধুর কথারে এবে হৌক নিবারণ ॥ ভেলুয়ার কথারে কিছু শুন দিয়া মন ❀ ভেলুয়া সুন্দরী জানরে নিদ্রা মাঝে ছিল ॥ ফজরে উঠিয়ারে বিবলায় নিরখিয়া চাহিল ❀ কেওার খোলা দেখিরে বিবলায় কহে হায়রে হায় ॥ মা বাপেরে বোলাই আনিরে সবাকে দেখায় ❀ বানিজ্যেতে গেল ভাই মোর সাতদিন হৈল সুন্দর সতী ভেলুয়ারে কোন রসিকে পাইল ❀ সারা রাত্র মজা করে রসিক বন্ধু পাই ॥ তেকারণে ভেলুয়ার হোশ গোশ নাই ❀ তার পরে ভেলুয়া চেতন পাইয়া ॥ কান্দিয়া উঠিরে সতী কন্যা একথা শুনিয়া ❀ কোরাণ দিও কেতাব দেওরে আমি খোদার ঘর ছুই ॥ এক স্বামী বিনেরে আমি হার না জানুম দুই ❀ ভেলুয়ায় বলেরে তোমরা শুন সর্ব্বজন ॥ রাত্রি কালেরে আসি ছিলরে আমার প্রাণধন ❀ এই কথা শুনিয়ারে সবে হাসিয়া উঠিল ॥ ডিঙ্গা লই আমির সাধুরে কিরূপে আসিল ❀ কেহ না করিল বিশ্বাসরে একথা শুনিয়া ॥ ঘরের বাহির করিলরে তারা সকলে মিলিয়া ❀ কেহ বলে ভেলুয়ারে নানান শাস্তি কর ॥ কোনজনে বলেরে গলে দড়ী দিয়া মার ❀ কেহং বলে মারি

যেই দেশে নাই সাক্ষী ॥ বিবলায় বলেরে আমি দাসী বামাই রাখি ❀ গোবর ফেলিতে যাওরে ভেলুয়া গোয়াইলের ভিতর ॥ উঠান কুড়াই খাইবারে দুষ্ট ভেলুয়া শামলা বন্দর ❀ কান্দিতে কান্দিতেরে ভেলুয়া গোয়াইল ঘরে গেল ॥ হাজার গরুর গোবর রে ভেলুয়ায় ফেলাইতে লাগিল ❀ গরুর উপরে ভেলুয়ায় সাপ দিল জান ॥ যেই গরু যেখানে গেলরে রয়ে সেই স্থান ❀ এক সাপ কানি জমিনের উঠানের ভেলুয়ায় কুড়াইতে লাগিল ॥ সারে তিন সের মরিচরে তার পরে বাটিবার দিল ❀ অকান্দনে কান্দেরে ভেলুয়ারে মরিচ দেখিয়া ॥ সারে তিন সের মরিচ বাটেরে ভেলুয়ায় চক্ষের পানী দিয়া ❀ তার পরে হুকুম করে রে ভেলুয়ার ঠাই ॥ কলশী ভরিয়া আনরে ভেলুয়া যমুনাতে যাই এইকথা শুনিরে ভেলুয়া উঠিছে কান্দিয়া ॥ কার সাতে যাইমুরে আমি পানীর লাগিয়া ❀ পানীর কলশীরে ভেলুয়ার ফেলাইল লইয়া ॥ কান্দি২ গেলরে সুন্দর কন্যা জলের লাগিয়া ❀ ভেলুয়ার আগে২ রে বিবলায় কোন কাজ করে ॥ ভেলুয়ার সঙ্গে যাইতেরে মানা করে ঘরে২ ❀ কলশী লইয়ারে ভেলুয়ায় আস্তে২ যায় ॥ প্রতি ঘরে যাইরে পুতের বধু ডাকি২ চায় ❀ এক বধু বলেরে আমি যাইতে না পারি ॥ আর বধু বলেরে আমার কাম আছে ভারী ❀ কোন বধু বলেরে আমার পানী আছে ঘরে আর কেহ বলেরে আমার কাইল বেথা করে ❀ একাশ্বরী হইবে সুন্দর কন্যা কান্দিয়া২ ॥ যমুনার ঘাটে গেছেরে জলের লাগিয়া ❀ যমুনা দেখিয়ারে সুন্দর কন্যা কান্দিয়া উঠিল ॥ আমারে ছাড়িয়ারে সাধু বুঝি এই পন্থে গেল ❀

(ভেলুয়ার বিলাপ)

কোন দেশে গেলরে সাধু সঙ্গে নেও মোরে ॥ পানীর কলশী ভরিয়া কিমতে যাইমু ঘরে ❀ মা বাপের ঘরে আমিরে জল নাহি আনি ॥ শুনে না বুঝিব দুঃখরে আমার নাহিক জননী ❀ বানিজ্যেতে গেলরে সাধুরে মোরে করি একাশ্বরী ॥ শাশুড়ী ননদী মোর রে হৈল কাল বড়ী সাত ভাইয়ের ভগ্নি আমিরে মাটিতে নাপরে পাও ॥ সোনালী পোষাকে মায়ের ঢাকি রাখছে গাও ❀ বাপে শত দাসী দিছেরে মোর সেবার কারণ ॥ বিবলার দাসী হৈতামরে ছিল নির্ব্বন্ধের লিখন ❀ যে শরীর ছিল মোরে পালঙ্ক উপরে ॥ শরীরে গেলাম আজিরে গোয়াইলের ঘরে ❀ ধুলা বালু যে শরীরে না লাগিল কখন ॥ গোবর লাগিল আজিরে

সর বদনে বদন ❀ চন্দ্র সূর্য্য যেই অঙ্গরে না দেখিছে কখন ॥ ননদী পাঠাইল আজি জলের কারণ ❀ কোথা গেলা আমির সাধুরে আনি দেখ শীঘ্রকরি ॥ জলের জন্য যমুনায় আইছেরে তোমার ভেলুয়া সুন্দরী এ রূপে বিলাপী ভেলুয়ারে বহুত কান্দিল ॥ কলশী লইয়া পরে রে জলেতে নামিল ❀ কলশী ভরিয়া কন্যা রাখিল কুলেতে ॥ জলেতে প্রবেশিল ভেলুয়া গোছল করিতে ❀ কতেক কহিরে ভেলুয়ার চুলের বাখান ॥ মাথা ভরা চুল জানরে পায়ের সমান ❀ চুলের ভারেতে ভেলুয়া উঠিতে নাপারে ॥ পানীয়ে ধরিয়া টানরে যমুনার ধারে ❀ হেনকালে ভেলুয়ারে ডাকিতে লাগিল ॥ ভেলুয়ার ডাক শুনিরে পোলা কত হাজির হইল ❀ কি কারণে ডাকরে সুন্দর ভেলুয়া বল সে খবর ॥ আমারে টানিয়া তুল বাবু কুলের উপর ❀ আমার সাধু আসিলেরে শুন কই পোলা ॥ আম জাম দিমুরে জান আর কেলা মূলা ❀ এইকথা শুনিরে পোলা কি কাজ করিল ॥ গাছের ডাইল আনিরে ভেলুয়ারে টানিয়া তুলিল ❀ কুলেতে উঠিল জান ভেলুয়া সুন্দরী ॥ চুল শুখা-ইবার বৈসেরে কন্যা হইয়া একাশ্বরী ❀

(ভেলুয়ারে লুটিনিবার বয়ান)

ভেলুয়ার কথারে এবে হৌক নিবারণ ॥ ভোলা সদাগরের কথারে শুন গুনিগণ ❀ ভোলা গিয়াছিলরে জান মাছলী বন্দর ॥ সদাগরী করিরে ভোলা ফিরে আইসে ঘর ❀ হাট ঘাট নালা নদীরে সব আইল বহিয়া ॥ আমির সাধুর ঘাটেরে ডিঙ্গা উতরিল গিয়া ❀ সেই ঘাটে আসিরে ভোলা দৃষ্টি করি চায় ॥ আকাশের চন্দ্র যেনরে ঘাটে দেখা যায় ❀ এক চন্দ্র উঠে জানিরে পুর্ব্ব পশ্চিম ধারে ॥ আজু কেন দেখিরে চন্দ্র দরিয়ার কিনারে ❀ আমির সাধুর ঘাটেরে ভোলা লঙ্গর ডালিল কুলেতে উঠিল ভোলারে করে বলাবল ❀ তার পরে ভোলা সাধুরে করিছে গমন ॥ ভেলুয়ার কাছেতে ভোলা দিছে দরশন ❀ সেই স্থানে যাইরে ভোলা দৃষ্টি করি চায় ॥ স্বর্গ বিদ্যা হুর কিবারে ভোলা দেখি-বারে পায় ❀ ভেলুয়ার নিকটেরে ভোলা পুছিল খবর ॥ কার রেটি কার বধুরে তোমার কোন দেশে ঘর ❀ ভেলুয়ায় বলেরে শুন সেই খবর ॥ মোর স্বামীর নাম জানরে আমির সদাগর ❀ আমার বাপের রাজ্যের জান তেলেনা নগর ॥ বাবাজীর নামরে জান রাজা মনোহর ❀ মা জননীর নামরে জান ময়নারে সুন্দরী ॥ আমি অভাগিনীর নামরে জান

ভেলুয়া সুন্দরী ❀ একেং তোমার কাছেরে আমি কহিলাম খবর ॥ মায়ে বাপে দিছেরে বিবাহ মোর শামলা বন্দর ❀ এই কথা শুনিয়ারে ভোলা বলিল তখন ॥ দেখিলাম আমির সাধুরে হইছে মরণ ❀ তার পরেংকি হইলরে শুনরে খবর ॥ সবে মিলি দিলাম মাচিরে সাধুরে মাছলী বন্দর ❀ ভেলুয়ার বলেরে আমি জানি সেই খবর ॥ মলিন হইতরে আমার শিরের শিন্দুর ❀ ভোলা উঠি বলেরে সুন্দর কন্যা শুনরে খবর ॥ তোমারে লুটিয়া নিবরে আমি কট্টালি নগর ❀ এইকথা শুনিয়ে কন্যা কান্দিতে লাগিল ॥ চক্ষের পানি পড়িয়ে ভেলুয়ার বুক ভিজি গেল ❀ নানান বিলাপ করি ভেলুয়া জুড়িয়ে কান্দন ॥ কোথায় রৈল আমার সাধুরে আমার প্রাণধন ❀ এইসময়ে মোর সাধুরে খবর শুনিত ॥ ভোলা সদাগরে ডিঙ্গারে সাগরে ডুবাইত ❀ জলের কারনেরে বিবলায় যমুনায় পাঠাইল ❀ দুষ্ট ভোলা পাইয়ারে সাধু মোরে লুটি নিল ❀ রাত্রিকালে আসিরে সাধু আমার নিকট ॥ কেওয়ার খোলা রাখিরে সাধু ফেলাইছ সঙ্কট ❀ বহুত কান্দিয়ারে কন্যা ব্যাবুল হইল আঙ্গুলেতে ধরিরে ভোলা ডিঙ্গাতে তুলিল ❀ ভেলুয়ায় লইয়ে ভোলা করিল গমন ॥ সাগরের মাঝেরে ভোলা গেল তৎক্ষণ ❀ ভেলুয়ারে দেখি তবে ভোলা সদাগর ॥ আস্তেং গেলরে দুষ্ট কন্যার গোচর ❀ ভেলুয়া দেখিরে তারে করে দিল মানা ॥ না শুনিলে আমার কথারে তোমার চক্ষু হবে কানা ❀ এইকথা শুনিরে ভোলা হাসিং যায় ॥ ভেলুয়ার সঙ্গেরে ভোলা ঠাট্টা করিতে চায় ❀ ভেলুয়ায় বলেরে দুষ্ট একি চমৎকার ॥ মস্কারী করিতে চাহেরে সঙ্গেতে আমার ❀ বারেং মানা কৈলামরে মানা না শুনিল মোর ॥ দোন চক্ষু কানা হৌকরে ডিঙ্গার উপর তোর ❀ ভেলুয়ায় সতী ছিলরে শুন গুনিগণ ॥ তেকারণে কানা হইলরে ভোলার দু-নয়ন ❀ ঘড়িং পড়ে ভোলারে চক্ষে নাহি দেখে ॥ দাড়ি-মাঝি বলিরে ভোলা আস্তেং ডাকে ❀ দাড়ি মাঝি দেখিরে তারা বলে একি চমৎকার ॥ জৈক্ষ ভুত তুলিরে লইছে বুঝি ডিঙ্গার মাঝার ❀ মোরা যুত দাড়ি মাঝিরে ভেলুয়ায় অন্ধ করি দিব ॥ জনেং ধরিরে সুন্দর কন্যা বসিং খাইব ❀ এইকথা কহিরে সব ভেলুয়ার কাছে গেল ॥ মা জননী ডাকিরে দাড়ি মাঝি কহিতে লাগিল ❀ শুনং মাওরে শুন মন দিয়া ॥ ভাল করি দেওরে চক্ষু ভোলার লাগিয়া ❀ দিবেদন করিরে মা জননী শুনরে খবর ॥ আপনা আসিবরে ভোলা তুমার গোচর ❀ এইকথা

শুনিয়ে ভেলুয়া আল্লার কাছে কয় ॥ সেইক্ষণে ভোলার জাগরে চক্ষু ভালা হয় ❀ এইমতে কত দিনরে ভোলার ডিঙ্গা চলি যায় ॥ আর এক দিনরে ভোলা ভেলুয়ার দিগে চায় ❀ দুষ্টামীর ভাবেরে ভোলা যদি সে চাহিল ॥ সুন্দর কন্যা দেখিরে ভোলার ডিড়া চড়ে তুলি দিল ❀ দাড়ি মাঝি দেখিরে বলে তুমি বড় দুষ্ট ॥ তোমার কারণেরে ভোলা আমা সচাকার কষ্ট ❀ তুমারে মারিয়ারে ভোলা আমরা মরিব ॥ সব জনে মিলিরে তোরে দরিয়ায় ডালিব ❀ বারে২ মানারে ভেলুয়ার কাছে না যাইও ॥ মা জননী ডাকিরে ভেলুয়ার মান্যতা করিও ❀ তার পরে দাড়ি মাঝি তারা করিছে গমন ॥ সবে যাই বেড়াই ধরেরে ভেলুয়ার চরণ ❀ 'তোমার কাছে না আসিবরে ভোলা কহিলাম সার ॥ যদি আইসে ভোলারে ডুবাই দিও সাগর মাঝার ❀ ভেলুয়ায় বলেরে মোর মনে দিলা তাপ ॥ ভোলারে ডাকিলামরে আমি ছয় মাসের বাপ ❀ দাড়ি মাঝি শুনিয়ে তারা সব হৈল খুসি ॥ বালু চড়ের মাঝেরে ষোল ডিঙ্গা উঠিল ভাসি ❀ ভোলা সদাগয়ের কথারে এবে হৌক নিবারণ ॥ ভেলুয়ার কথারে এবে শুন খানিক্ষণ ❀ ভেলুয়ারে লইবে ভোলা দেশ চলি যায় ॥ আমির সাধুর কাছেরে সুনর ভেলুয়ায় পত্র যে পাঠায় ❀ প্রথমেতে লেখেরে জান আল্লাজির নাম ॥ তারপরে লেখেরে ভেলুয়ায় হাজার ছালাম ❀ শুন২ সাধুরে মোর শুন নিবেদন ॥ তুমার লাগিয়ারে সাধু বিদরে জীবন ❀ তার পরে লেখেরে ভেলুয়ায় আপনার হাল ॥ রাত্রিকালে আমিরে সাধু ঠেকাইলা জঞ্জাল ❀ কোঠার দরজারে তুমি খোলা যে রাখিয়া ॥ ঘুমেতে রাখিয়ারে সাধু গেলারে চলিয়া ❀ ফজরে আসিয়ারে বিবলা নিরক্ষিয়া চায় ॥ কেওার খোলা দেখিরে বিবলা করে হায়রে হায় ❀ তোমার মায়ে ভৈনেরে সাধু দাসী বান্দি মিলি ॥ ঘরের বাহির কৈল্লারে মোরে করি গালাগালি ❀ নানান মতে দুঃখরে তারা দিছে জনেজন ॥ দাসীর মত পাঠাই দিছেরে মোরে জলের কারন জলের কারণেতে আমি একাশ্বরী হৈয়া ॥ দুষ্ট ভোলা দেখিরে মোরে লইয়া গেল লুটিয়া ❀ ভোলা সদাগরের বাড়ীরে জান কট্টালি নগর ॥ ছয় মাসের বাপরে ডাকিয়াছি ডিঙ্গার ভিতর ❀ এই পত্র পাইয়ারে সাধু চলিয়া আসিবা ॥ ছয় মাসের ভিতরে আইলেরে আমার লাগ পাইবা ❀ খোওাঙ্গ ডাকিয়ারে কন্যা পত্র দিল হাতে ॥ এই পত্র দিয়া

তুমিরে আমার সাধুর সাক্ষাতে ❀ খোওাজ পাইয়া পত্ররে শীঘ্র চলে গেল ॥ আমির সাধুর হাতেরে পত্র ভোলা নিয়া দিল ❀ পত্র পড়ি গৌরল ধর মাঝিরে কয়রে আমির সদাগর ॥ ভেলুয়ারে নিছেরে লুটি শুন ভোলা সদাগর ❀ এই কথা কহিরে সাধু ডিঙ্গা ছাড়ি দিল ॥ বিজলীর মতরে ডিঙ্গা চালাইতে লাগিল ❀ অতি বেগে চলেরে ডিঙ্গা যেমন পবন তরী ॥ ছয় মাসে থাকি শুনা যায়রে পালের কড়মড়ি ❀ এমন চালান চালায়রে ডিঙ্গা আল্লার কেরামত ॥ এক দিনে চলি আইলরে চৌদ্দ দিনের পথ ❀ ঘাটেতে আসিয়ারে সাধু লঙ্গর ফেলিল ॥ দাড়ি মাঝি রাখিরে আমির সাধু ঘরে চলি গেল ❀ ঘরেতে যাইয়ারে সাধু কি কাজ করিল ॥ মা বাপের চরণে যাইরে ছালাম করিল ❀ মাতা ভগ্নি কাছেরে সাধু জিজ্ঞাসে খবর ॥ কোথায় আছে বলরে মাতা ভেলুয়া সুন্দর ❀ মায়ে ভৈনে বলেরে সাধু শুন দিয়া মন ॥ ভেলুয়া সুন্দরী তোমার হইয়াছে মরণ ❀ আমির সাধু বলেরে ভগ্নি শুনরে খবর ॥ কোন জাগায়ে দিছেরে মাটি আমার ভেলুয়া সুন্দর ❀ কবর দেখাই দিলরে বিবলা ভগ্নি যাই ॥ আমির সাধু বলেরে আমি মাটি কুড়ি চাই কবর কুড়িয়ারে আমির সাধু দৃষ্টি করি চায় ॥ একটি কালা কুত্তারে কবরে দেখা যায় ❀ মায়ে ভৈনে বলেরে সাধু শুনরে খবর ॥ বড় দুষ্ট ছিলরে তোমার ভেলুয়া সুন্দর ❀ এইকথা শুনিরে সাধু কিছুনা কহিল কান্দিতে২ রে সাধু রাগন্যা চলিল ❀ আমির সাধুর কথা এবে হৌক নিবারণ ॥ ভেলুয়া সুন্দরীর কথা এবে শুন দিয়া মন ❀ পত্র লিখি দিয়া ভেলুয়া খোওাজের হাতে ॥ দিবানিশি কান্দে কন্যা শান্ত নাহি চিত্তে হায় আমির সাধু২ জপে প্রতিনীত ॥ শীঘ্র দেখা দিয়ে মোর শান্ত কর চিত ❀ বানিজ্যেতে গেলা মোরে ফেলি একাশ্বর ॥ দুষ্ট ভোলায় হরি নিল কুট্টালা নগর ❀ দিবানিশি কান্দে কন্যা দানা নাহি খায় ॥ বিরহে তাপিত হইয়া বারমাসী গায় ❀

গীত রাগিনী ভৈরব—তাল মধ্যমান।

শোনহে মালঞ্চ তুমি খেদ চিন্তা কর না ॥
আসিবে বসন্ত ফিরে তাকি তুমি জান না ❀
পুনঃ পুষ্প বিকসিবে, বুল২ আসিলে তবে,
মত্ত হইয়া প্রেম ভাবে, পূরাইবে বাসনা ॥
যদি গত হৈল নিশি, না কান্দ প্রদীপ বেশী,

পুনঃ ফের আসিবে নিশি, সেই সময় ভেব,না ॥
শোনরে মালঞ্চ তুমি খেদ চিন্তা কর,না ॥

(ভেলুয়া সুন্দরীর বারমাস)

আইল অনাথিনী নাথ মোর, আইল বন্ধুয়া মোর ॥ জ্বলিয়া আঙ্গর হৈল, বিরহে অনলে তোর ॥ বিরহে বেদনা, বিষম যন্ত্রনা, সহিতে না পারি বালা ॥ সদা সন্তাপিত, দহে মোর হিত, মথুরা নগরে কালা জীব হৈল দায়, প্রাণ না বাচায়, ভাবিয়া বিগম জ্বালা ॥ হরিষে বিষাদ, নাই কোন সাদ, পুরিল আমার ভালা ॥ প্রথমে আশ্বিন, সময় প্রবীন প্রীয়া মোর পরবাস ॥ সরতের হিত, দহে নারী চিত, ভাবিয়া হৈলাম নৈরাশ ॥ আহা প্রাণেশ্বর, রৈলা দেশান্তর, না পাইলে বার্ত্তা সার ॥ আশ্বিনের শেষ, না আইলা দেশ, মোর অতি দুঃখ ভার ॥ প্রবেশ কার্ত্তিক, নিরজ অধিক, খাওয়ার ঢাকা দিন মনি ॥ নিশির শিশির, অঙ্গ নহে স্থির, কোঁথা যাব বিরহিনী ॥ আহা প্রাণেশ্বর, দগদে অন্তর, স্মরিতে তোমার মায়া ॥ কহিবারে দুঃখ, নাহি স্বরে মুখ, তাপিত হৃদয় কায়া ॥ অগ্রাণ প্রবেশ ভিন ফুল ভেশ, বিরাজিত বিকশিত ॥ তাতে ওলি আসি, মধু পায় বসি, মন সুখে করে নীত ॥ আহা প্রাণনাথ সকল অনাথ, তুমি বিনে সদা মোর ॥ পাপীষ্ঠ নয়ান, ঝরে অনির্ব্বান, বিনে তুমি প্রাণেশ্বর ॥ পৌষ হৈল বরি, আমি একাশ্বরী, হেমন্তের বান অতি ॥ উত্তম সমীর, শুখায় শরীর, অভাগীর কোন গতী ॥ হেমন্তের বান, মর্ম্ম খান খান, অঙ্গ কাঁপে থরে থর ॥ আহা প্রাণ পতী, নিষ্ঠুর প্রকৃতি, না লইলা বার্ত্তা মোর ॥ মাঘ প্রবেশিল, যুবতী সকল, হীন ভয় মনে গুণি ॥ স্বামী সঙ্গে মিলি, করে নানা কেলী, অভাগিনী একাকিনী ॥ হেমন্তের দহিয়া, মন অঙ্গ হিয়া, হইল আমার কালা ॥ হেন কালে, কান্ত নাহি কোলে, কত সহে প্রাণ জ্বালা ॥ ফাল্গুন প্রবেশ, হেমন্তের শেষ, চলিল বসন্ত রীত ॥ নবীন পবন, পাইল পুষ্পগণ, নানা মতে বিকশীত ॥ কুহনাথ ধ্বনী, দিবস রজনী, আনন্দ প্রভুত সব ॥ শুনি মধুস্বর, দগদে অন্তর, একাকিনী পরভাব ॥ মধুব্রত ফুল, প্রমান মহল, পুষ্প মধু করে পান ॥ দেখি সেই রীত, ফাটে নারী চিত, সদায় আকুল প্রাণ ॥ আহা প্রাণ প্রিয়া, দহে মোর হিয়া, সতত তোমার লাগি ॥ না লইলা খবর, মর্ম্মে স্বর স্বর, নারী অতি দুঃখ মাগি ॥ মদনের বান অঙ্গ খান২, নিজ কান্ত মনে স্মরি, ॥ সহিতে না পারি, খাইমু কাটারী,

যৌবন হৈল বরি ❀ আহা প্রাণনাথ, রহিলা কোথাত, মোর না লইলা সংবাদ ॥ এই দুঃখে মরি, রহিলা পাসরী, মোর ঘরে প্রমাদ ❀ পাই মনস্তাপ, ছয় মাসের বাপ, ডাকি ভোলা সদাগরে ॥ গেল ছয় মাস, না পুরিল আস, বন্দি আমি ভোলার ঘরে ❀ হইয়া হুতাশ, আর ছয় মাস লইয়াছি অবকাশ ॥ ছয় মাস যাবে, যদি না আসিবে, হইবে সমুলে নাশ ❀ চৈত্রতে তপন, অস্থির মদন, সহাদানে প্রেম দান ॥ শুনি পিক নাদ, ঘটায় প্রমাদ, বিকল সতত প্রাণ ❀ আহা প্রাণেশ্বর, দহে কলেবর, হইল শুলি প্রাণের বরি ॥ সদায় গুঞ্জরে, বসি পুষ্প পরে, মধু খায় মোরে হেরি ❀ প্রবেশ বৈশাখ, সময় নিদাঘ, রাগ দাগ খরতর ॥ আদিত্য কিরণ, না যায় সহন, নাহি শান্ত মনে মোর ❀ যাহার কারণ, রাখিলাম যৌবন, সেই কেন নাহি পায় ॥ যৌবন রমণী, জোয়ারের পাণী, ভাটি লক্ষে চলি যায় ❀ প্রবেশ জৈষ্ঠল, হৃদয় কমল, ভাঙ্গিয়া আমার পরে ॥ মোর কর্ম্ম ফলে, কান্ত নাই কোলে, এ দুঃখ কহিমু কারে ❀ বিনে প্রাণ কান্ত, নহে মন শান্ত, পিকবরে মন হরে ॥ এই দুঃখ মোর, সদা দেশান্তর, ভ্রমর হস্ত রস ঝরে ❀ আইল আষাঢ়, বৃষ্টি অনিবার, চমকে শবন দামিনী ॥ মেঘের গর্জ্জন, শুনি ভয় মন, লাগে অতি একাকিনী ❀ নদীর কারণ, না দেখি তপন, অহর্নিশি এক পায় ॥ আহা প্রাণেশ্বর, না দেখি ভাস্কর, হেরি ভীত তনুময় ❀ প্রবেশ শ্রাবণ, অস্থির মদন, সহিতে না পারি আর ॥ সুভাগ্য যুবতী, লই প্রাণপতি, করে নানান বেহার ❀ মোর কর্ম্মে দোষে, পতী দূর দেশে, রহিয়াছে দূরের দেখি গ্রাম পীর, নহে ভুমি সুস্থির, প্রাণ কাঁপে তার ডরে ❀ ভাদ্রল প্রবেশ, বরিষার শেষ, বন্ধু মোর না আসিল ॥ মোর মনে লয়, আসিল নৌকায়, বরিষা শেষ হইল ❀ আহা প্রাণেশ্বর, গেল যে বৎসর, বার্ত্তা না পাইস্থ আসি ॥ করি বিষ পান, তেজিবার প্রাণ, প্রাণ বন্ধু ভাগী হইবা তুমি ❀ বৎসর পুরিল, বন্ধু না আসিল, মোর হৈল সর্ব্বনাশ ॥ যৌবন কাল বরি, ভক্ষিমু কাটারী, ছাড়িলাম জীবনের আশ ❀ এই রূপে সতী, কান্দে প্রতি নিতি, মনের সন্তাপী অতি ॥ কান্দিয়া সদায়, বারমাসী গায়, নিবিল হৃদের বাতি ❀ হীন মোয়াজ্জমে, দ.হয়া মরমে, কহে শুন কন্যা সতী ॥ না কান্দ বিশেষ, দুঃখ হবে শেষ, আসিবে তোমার পতী ❀

—০:❀:০—

আমির সদাগর কট্টালি নগরে যাই ভেলুয়া সুন্দরীর সহিত দেখা করে।

রাগস্থাতে যাইরে সাধু করিছে গমন ॥ টোলা বাড়িয়ার বাড়িতে দিল দরশন ❀ বারেরে যাইয়ারে বলে ভাই শুন দিয়া মন ॥ সারিন্দা খুদ্দাই রে আমার শান্ত কর মন ❀ এইকথা শুনিরে বারৈ কোন কাজ করিল ॥ সারিন্দার মুল্যরে জান টাকা একশত দিল ❀ বৈলাম গাছের সারিন্দারে মন পবনের বৈল্যা ॥ জঙ্গলাতে যাইরে বারৈ ভাইয়ে সকলি আনিলা ❀ এক শত টাকা লইরে সারিন্দা বানাই দিল ॥ সারিন্দা লইয়ারে সাধু গমন করিল ❀ বাজারেতে যাইরে সাধু দিল দরশন ॥ দাড়াইস সাপের রগরে তার কিনিল তখন ❀ তিরিশ টাকা দিয়ারে তার খরিদ করিয়া ॥ বাজাইতে লাগলরে সারিন্দা আল্লাকে ভাবিয়া একতারে বলেরে আমি আমির সদাগর ॥ আর তারে বলেরে আমার ভেলুয়া সুন্দর ❀ আর তারে বলেরে দুষ্ট ভোলা সদাগর ॥ লুটিয়া নিয়াছরে আমার ভেলুয়া সুন্দর ❀ ভেলুয়া২ বলেরে সাধু কান্দিয়া২ ॥ কট্টালী নগরে গেলরে ভেলুয়ার লাগিয়া ❀ যে দিন আমির সাধু কট্টালী পৌছিল ॥ যে তারিখে ভেলুয়ার বিয়ার দিন ছিল ❀ গোছলের কারণেতে সখী জল ভরিতে যায় ॥ আমির সাধুর গীত শুনিয়ে বলে হায়রে হায় ❀ আমির সাধু গায়েরে গীত শুনরে খবর ॥ সাত সখী শুনেরে গীত সাধুর গোচর ❀ সখী এবে গীত শুনিরে করিছে গমন ॥ ভেলুয়ার নিকটে আসিরে দিল দরশন ❀ সাত সখীর মাঝেরে ছয়জন সখী আইল ॥ বড় সখী গীত শুনিরে সেখানে রহিল ❀ ভেলুয়ায় বলেরে আমার বড় সখী কই ॥ সবে বলে বড় সখী গীত শুনে বই ❀ সখী সবে বলেরে ভেলুয়া শুনরে খবর ॥ সারিন্দা ফকিরা এক আসিছে বড়ই সুন্দর ❀ তোমার নাম ধরিরে ভেলুয়া সারিন্দা বাজায় ॥ বড় সখী ঘাটে থাকিরে ফকিরেরে চায় ❀ ফাকিরার বাড়ী জানরে কন্যা শামলা বন্দর ॥ সেই ফকিরার নাম জানরে আমির সদাগর ❀ ছয় সখী আসিরে তোর ভেলুয়ারে কয় ॥ বড় দাসী ঘাটে বসিরে মছিবতে রয় ❀ দাসীর কলশীরে আমির সাধু হিল কায়া করিল ॥ তেকারণে বড় সখীরে আসিতে নারিল ❀ তাঁরপরে বড় সখী কি কাজ করিল ॥ ফকিরা২ বলিরে ডাকিতে লাগিল ❀ বড় সখী বলেরে শুন ফকিরার ভাই ॥ কলশী তুলি দেওরে সাধু ঘরে চলে যাই ❀ আমির সাধু আসিরে কুমন্ত্রা দিল শেষে ॥

পিন্দনের কাপড়রে সখীরে নিলরে বাতাসে ❀ কাপড় ধরিরে সখীরে যখন চলিল ॥ সে সময় কলশীতে সাধু অঙ্গুরী ফেলী দিল ❀ ভেলুয়ার নিকটেরে, সখী শীঘ্র আইল চলি ॥ সেই পাণী আনিরে ভেলুয়ায় মাথায় দিল ঢালি ❀ আমির সাধুর অঙ্গুরীরে ভেলুয়ায় কাপড় পড়িল ॥ অঙ্গুরী পাইয়ারে কন্যা ভোলাকে ডাকিয়া ॥ নিবারণ কর সাধু আমার তোমার বিয়া ❀ আমার বাপের দেশের ফকিরা এক আসিয়াছে ভাই ॥ তার গীত শুনিবারে আজি কহিলাম বুঝাই ❀ তেরি মেরি কৈল্যেরে তমার চক্ষু হবে কানা ॥ গীত শুনিবারে তুমিরে না করিবা মানা ❀ মনে ডর পাইরে ভোলা ক্ষান্ত করিয়ে দিল ॥ দাসী পাঠাই দিয়ারে কন্যা ফকিরারে নিল ❀ ফকিরার মুখরে ভেলুয়া যখন দেখিল ॥ মনে বহুতরে ভেলুয়ায় কান্দিতে লাগিল ❀ নামান গীত গায়রে ফকিরা নানান ভেশ ধরে ॥ ফকিরারে দিছে বাসারে ভেলুয়ার কোঠা ঘরে ❀

আমির সাধুর গান।

রাগিনী ঝিঝিট—তাল যৎ।

তোমার পীরিতে মজে, কত হলেম জালাতন ॥
যোগী ভেশে এলেম হেথা, আমার শুন প্রাণ ধন ❀
মাতাপিতা রাজ্য তেজে, বেড়াই আমি তোমায় খুজে
দেখাতে কি মন মজে, দেহ আমায় মধু দান ❀
প্রাণ প্রিয়সী বিধুমুখী, ইচ্ছা নয়নে রাখি,
আমারে দিওনা ফাকি, ধরি তোমার দু-চরণ ❀
উভয়েরি প্রেম বাণে, বন্দি হইলাম দুই জনে,
সাক্ষী রাখি নিরাঞ্জনে, যৌবন কল্যাম সমার্পন ॥
রচক বলে এক ভাবে, ভাবের ভাবে যে মজিবে,
অমুল্য ধন সে পাবে, করি সবে নিবেদন ❀

ভাত পাণী খাইয়ারে ফকিরা করিছে শয়ন ॥ রাত্রি নিশিকালে যে সুন্দর ভেলুয়া করিছে গমন ❀ সাধু বলেরে ভেলুয়া বুকে লইল টানি ॥ মুকুট ঝরণী ঝরেরে কন্যার দুই নয়নের পাণী ❀ লোটন কবুতরের মতরে কন্যা ধরিছে বেড়াই ॥ দেরীর কাজ নাইরে সাধু চল রাত্রি রাত্রি যাই ❀ আমির বলেরে কন্যা আমি চরের পুত্র নই ॥ রাত্রের চলি যাইতামরে ভেলুয়ারে লই ❀ কাকে করে কলেবর কুকলিয়া কুহরে ॥ ভেলুয়ায় চলি গেলরে আপনার মন্দিরে ॥ সেই দেশে এক জনরে নাম

মুনাফ কাজী ॥ ফজরে উঠিয়ারে ফকিরা দিছে এক আরজি ❀ শুন শুন কাজী সাহেব শুনরে খবর ॥ দুষ্ট ভোলায় লুটি আনেরে আমার ভেলুয়া সুন্দর ❀ ওয়ারেণ্ট যাইয়ারে তবে ভোলাকে আনিল ॥ মুনাফ কাজী দেখিয়ে তারে জিজ্ঞাসা করিল ❀ ফকিরের বধুরে তুমি আনিয়াছ লুটিয়া ॥ গরীব দুঃখিয়ার বধু আনিরে তুমি কর বিয়া ❀ এইকথা শুনিয়ে ভোলা কহিতে লাগিল ॥ জন্ম ভরি ফকিরা শালারে কোন বধু মুখনা দেখিল ❀ ঘরেং যাইরে ফকিরা নানান গীত গায়ে ॥ পেটের কারণেতে সারিন্দা বাজায় ❀ দেশেং হাটেরে ফকিরা নানান দেশে রয় ॥ যার বধু সুন্দর দেখিয়ে ফকিরা তারে বধু কয় ❀ আমার বধু দেখিয়ে ফকিরা বেহুশ হইয়া ॥ তোমার কাছে নালিশ করে শালা ভেলুয়ার লাগিয়া ❀ কাজিয়ে শুনিয়ারে বলে ভোলা সদাগর ॥ ভেলুয়ারে আন তুমিরে আমার গোচর ❀ তোমার বধু হইলেরে ভোলা তুমি লইয়া যাইবা ॥ ফকিরারে ধরিয়া তুমি জেলখানায় দিবা ❀

ফকিরার বধু হইলেরে আমি ফকিরারে দিব ॥ ভেলুয়ারে আনরে আমি জবানবন্দি লইব ❀ সুন্দর সতী ভেলুয়ারে স্বামী পাইছে দুই ॥ আদালতের ঘরে আনরে জিজ্ঞাসিমু মুই ❀ এইকথা শুনিরে ভোলা বাড়ীর মধ্যে যাই ॥ ভেলুয়ারে নানান কথারে দিয়াছে শিকাই ❀ পালকির মাঝে করিয়ে তবে ভোলা সদাগর ॥ ভেলুয়ারে আনে জানরে মুনাফ কাজীর ঘর ❀ ভেলুয়ার নিকটেরে কাজী পুছিল খবর ॥ কোন স্বামী তোমার রে প্রাণের দোসর ❀ ভেলুয়ায় বলেরে কাজি শুন নিবেদন ॥ সারিন্দা ফকিরা মোর রে স্বামী প্রাণ ধন ❀ মুনাফ কাজী শুনিরে জান ভেলুয়ার কথা ॥ পালকির দিগে চায় কাজিরে ফিরাইয়া মাথা ❀ নব্বই বৎসর হইছেরে কাজি শতের বাকী দশ ॥ বাম হতের আঙ্গুল দেখিয়ে কাজি হইছে বেহুশ ❀ কোথায় যাব কি করিবরে কাজীর হইয়াছে ভাবনা ॥ পালকির মাঝে দেখি কাজী বিজলীর কণা মনেং কত খুশিরে কাজীর খুশির সীমা নাই ❀ ভোলাকে গর্জ্জিয়ারে কাজি দিয়াছে দৌড়াই ❀ আমিরকে বলেরে কাজি শুনরে খবর ॥ ভেলুয়ারে রাখিয়ে তুমি চলে যাও ঘর ❀ তোমার যোগ্য নহেরে ভেলুয়া কহিলাম ভাঙ্গিয়া ॥ আর কোন জনে পাইরে লই যাবে লুটিয়া আমার ঘরে থাকিবরে ভেলুয়া ভালবাসা পাই ॥ তোমার সঙ্গে গেলেরে মরি যাবে নানান কষ্ট পাই ❀ এই কথা শুনিয়ারে সাধু জানিয়া উঠিল

মুনাফ কাজীর ঘর হৈতেরে সাধু নিকলিয়া গেল ❀ বাহিরে আসিলরে আমির সাধু গোস্বায় জলিয়া ॥ গৌরলধর কাছে পত্র দিল যে লিখিয়া

ভোলার সাতে আমির সাধুর যুদ্ধ।

শুন২ গৌরল ধররে শুন সমাচার ॥ সৈন্য লই চলি আইসরে কট্টালি নগর ❀ আমির সাধুর পত্ররে যদি গৌরল ধরে পাইল ॥ সাজ২ বলিরে গৌরল ধরে আদেশ করিল ❀ এমন সাজ সাজেরে সৈন্য হাতে লইয়া কোচ ॥ পশ্চিম বাগ সেগা সাজেরে বড়২ মোছ ❀ তারপরে সাজেরে সৈন্য বন্দুক লইয়া কান্ধে ॥ হিন্দুস্থানী সৈন্য সাজে ঢাল করিছে কান্ধে মাদ্রাসী সেপাহী সাজেরে বড়২ টিয়া ॥ বড়২ পেড়ুয়া সাজেরে গদা হাতে লইয়া ❀ নানা দেশে নানান বাসীরে সৈন্য লই সাতে ॥ গৌরল ধর চলি আইলরে আমিরের সাক্ষাতে ❀ মাঝিরে দেখিয়ারে সাধু খুসি বাগ২ মুনাফ কাজীর বাড়ীতে আসিরে মারে এক ডাক ❀ ডাক শুনি মুনাফ কাজী বেহুস হইল ॥ ভেলুয়ারে লইরে আমির সাধু ডিঙ্গাতে আসিল তার পরে আমির সাধুরে কোন কাজ করিল ॥ যুদ্ধের বাজনারে সাধু বাজাইতে লাগিল ❀ মুনাফ কাজী শুনিরে আর ভোলা সদাগর ॥ যুদ্ধের বাজনা শুনিরে তারা মনে পাইছে ডর ❀ ঢাক ঢোল দগরে তেরে জান যন মারে কাটি ॥ সিঙ্গা বিবলার শব্দেরে কাঁপে বসুমাটি ❀ ভোলা সদাগরে জানিবে কতেক সৈন্য লইয়া ॥ যুদ্ধের ময়দানে আসিরে উত্তরিল গিয়া ❀ দুই সৈন্য চলি আইলরে করি মার২ ॥ বন্দুকের ধ্বনিতে হৈলরে রাজ্য অন্ধকার ❀ আমির সাধু মারে কামানরে শব্দ যায় দুর লাখে২ মারে সৈন্যরে মুণ্ড হয় চুর ❀ বন্দুক কামান মারে রে আর মারে তীর ॥ চলি২ পরে ভোলাব ছিল যত বীর ❀ মার২ ধর২ শব্দ হৈল অতি ভোলা সদাগরে বলেরে মোর হবে কোন গতি ❀ মারা গেল বহুত লোকরে কট্টালি নগর ॥ না রহিল সেই দেশের রাজ্য বাড়ী ঘর ❀ আমির সাধু মহাবীর করিয়া সন্ধান ॥ ভোলারে মারিয়ারে সাধু মারিল পর্দ্দান ❀ ছোট বড় যত সৈন্যরে না রাখিল আর ॥ কাজিয়ে পাঠাইয়া দিলরে যমের দুয়ার ❀ তার পরে কি করিলরে শুনরে খবর ॥ আমির সাধু চলি আইলরে ডিঙ্গার উপর ❀ ভেলুয়ারে বলেরে সাধু শুন মোর বাণী ॥ কট্টালিতে রাখিবা একরে আমার নিশানি ❀ আমির সাধু বলেরে আমার ভেলুয়া সুন্দর ॥ কি নিশানী রাখি যাইমুরে কট্টালি নগর ❀ ভেলুয়ায় বলেরে সাধু শুনরে খবর ॥ এক দিঘি দিবারে ভোলার

ঘর ভিটার উপর ॥ ভেলুয়ার কথারে জান আমির যখনে শুনিল ॥ কট্টালি ভোলার ভিটাররে দিঘি এক দিল ॥ ভেলুয়ার নামরে দিঘি দিল সদাগর ॥ কোম্পানীতে বান্ধিয়াছেরে ইষ্টিশিনের ঘর ॥ তারপর আমির সাধুয়ে কি কাজ করিল ॥ ভেলুয়ারে লইরে সাধু দেশেতে আসিল ॥ মায়ে ভৈনে বলেরে সাধু শুনরে খবর ॥ পরীক্ষা না করি আনরে তোমার ভেলুয়া সুন্দর ॥ এই কথা শুনিরে আমির সাধু কিছু না কহিল ॥ মায়ে ভৈনে নিয়ারে ভেলুয়ারে পরীক্ষাতে দিল ॥

ভেলুয়ার পরীক্ষা দিবার কথা শুনিয়া আল্লার নিকট কান্দিয়া মোনাজাত করিবার বয়ান।

ওহে প্রভু দয়াময় তব নাম রক্ষা পতি ॥ তব দাস দাসীগণে বিপদেতে কর মুক্তি ॥ দয়াময় নাম ধর, সকলি করিতে পার ॥ দাসী প্রতি কৃপা কর, তোমা বিনে নাহি গতি ॥ যে কেহ বিপদে ঠেকে, উদ্ধারিয়া লেও তাকে, পড়িয়াছি আমি দুঃখে, দয়াকর মম প্রতি ॥ যদি তুমি না তরাবে তারন নাম কেন তবে ॥ পরীক্ষা উদ্ধারি লিবে, ওহে প্রভু দয়া মতি ॥ দুই কর তুলি কন্যা কান্দিয়া বিস্তর ॥ মনাজাত করে সতী প্রভুর গোচর, মেহের নজর কৈল পাক পরওারে ॥ কবুল করিল দোয়া দয়ার সাগরে

ভেলুয়ার পরীক্ষার বয়ান।

প্রথমে পরীক্ষা জানরে শুন কহি সার ॥ লোহার চাউল আনি দিলরে ভাত রান্ধিবার ॥ সেই চাউল লইরে ভেলুয়া করিছে গমন ॥ পাকশালাতে লিয়ারে কন্যা করিল রন্ধন ॥ আমির সাধু দেখিরে ভাত বলে চমৎকার লোহার চাউলের ভাতরে সতী কন্যা রান্ধে কি প্রকার ॥ মায়ে ভৈনে বলেরে তুমি যাহার ফকির ॥ সেই বধু দেখিরে তোমার বড় মাদগীর ॥ তারপরে সিদ্ধ ধান্যরে আনি দিল যাই ॥ সেই ধান্যের গজরে ভেলুয়ার দেখাইল ভাই ॥ একে২ পরীক্ষায়ারে সকল দেখিল ॥ তুলা পরীক্ষার কথারে শেষে ভাঙ্গিয়া কহিল ॥ ভেলুয়ায় বলেরে আমার আমির সদাগর ॥ তুলা পরীক্ষাতে দিলরে আমার নাপাবে খবর ॥ সকল পরীক্ষাতে কন্যারে জিনিয়া উঠিল ॥ তুলা পরীক্ষার লাগিরে মনেতে ডরিল কি করিতে পারে তুলারে কন্যা যদি থাক সতী ॥ অসতী হইলেরে তোমার হইবে দুর্গতি ॥ এই জওাব দিলরে সাধু প্রভাতে উঠিয়া ॥ শ্বাশুড়ী ননদী আইসেরে পরীক্ষার লাগিয়া ॥ ভেলুয়ারে লইরে তারা

বান্দি দাসী মিলি ॥ ঘৃত ঢালি দিল জানরে সর্ব্ব অঙ্গে মলি ❀ সত্তর মন তুলারে সব ময়দানে রাখিয়া ॥ আর সত্তর মন ঘৃত দিলরে তুলাতে ঢালিয়া ❀ ভেলুয়ারে সাজাইয়ারে তারা বান্দী দাসীগণ ॥ তুলার উপর বসাইলরে করিয়া যতন ❀ সেই তুলা দেখিরে ভেলুয়া জুড়িছে কান্দন আর না পাইলেরে সাধু আমার দরশন ❀ কোথায় রৈছ আমির সাধুরে মোর প্রাণপতী ॥ যাইবার কালে দেখা দেহরে আমার সঙ্গতি ❀ তুমার লাগিয়ারে সাধু তেজিলাম মা বাপ ॥ যাইবার কালে অভাগিনীরে না পাইলাম জওাব ❀ কোথায় রইলা সাধুরে আমার আমির সদাগর ॥ যাইবার কালে না পাইলামরে তোমার খবর ❀ এইমতে সুন্দর কন্যারে বহুত কান্দিল ॥ তুলার উপর নিয়ারে তারা বসাইয়া দিল ❀ যখন আগুণ দিলরে তুলাতে জালিয়া ॥ হুহু শব্দ করি অগ্নিরে উঠিল জলিয়া আগুণের তেজরে দিল উঠিয়া আছমানে ॥ সব লোকে বলেরে কন্যা না বাচিবে জানে ❀ কেহ বলে সতী ভেলুয়া পুড়ি হবে ছাই ॥ কেহ উঠি বলেরে কন্যা এই দেশে নাই ❀ নানামতে নানা কথারে তারা সকলে কহিল ॥ আগুনের জোরে কন্যারে পবনে উঠিল ❀ ভেলুয়ারে লইরে পবন সুন্য চলি যায় ॥ রোকামে থাকিবারে সাত পরী দেখিবারে পায় ❀ পবনেতে ভার হৈলরে ভেলুয়া সুন্দর ॥ সাত ভৈনে দেখিরে থাকে রোকাম সহরে ❀ ভেলুয়ার দেশে তারা করিত গতাগতী ॥ সেই পরীর সাতেরে ভেলুয়ার বহুত পীরিতী ❀ সাত ভৈনে দেখিরে তারা করে হায়রে হায় ॥ আমরা সবার ভৈনেরে সতী কন্যা মারা যায় ❀ পবনের ভার করি তারা আসিল চলিয়া ॥ রোকাম সহরে গেলরে জন ভেলুয়ারে লইয়া ❀ ভেলুয়া চলিয়া গেলরে রোকাম সহর আমির সাধুর কথা কিছুরে শুনরে খবর ❀ এক দিন দুই দিনরে ভাই তিন দিন হৈল ॥ ভেলুয়ারে না দেখি সাধুয়ে কান্দিয়া উঠিল ❀ কৈ গেলারে২ জীবের জীবন ॥ কৈ গেলারে২ আমার সুন্দর বদন ❀ কৈ গেলারে২ আমার চক্ষের রৌশনী ॥ কৈ গেলারে২ মোর পরাণের পরাণী এইমতে আমির সাধরে বহুত কান্দিয়া ॥ ঘরের বাহির হৈলরে ভেলুয়ার লাগিয়া ❀ হাটে মাঠে বিলে বনেরে সাধু চলে রাত্রদিন ॥ কোথা হৈতে কোথায় যায়রে সাধু রাস্তার না পায় চিন ❀ জঙ্গলে২ রে সাধু ভ্রমি আচম্বিতে ॥ দেখা হৈলরে এক ফকিরের সাতে ❀ আমির সাধু পাইলারে যদি ফকিরের দর্শন ॥ কান্দিয়া লুটাই পড়েরে ফকিরের চরণ ❀ ফকির

উঠিয়া বলেরে সাধু না কান্দিও তুমি ॥ তোমার মনের কথারে সাধু সব জানি আমি ॥ কতদিন থাকরে সাধু আমার গোচর ॥ তারপরে পাঠাই দিমুরে রোকাম সহর ॥ বিবাহ করিয়াছরে তুমি ভেলুয়া সুন্দরী ॥ নানান দুঃখ পাইলরে তোমার ভেলুয়া সুন্দরী ॥ তোমার মায়ে ছৈনে রে করিছে তার দুর্গতি ॥ তেকারণে রোকামেতে গেলরে ভেলুয়া সতী রোকামেতে গেলরে সাধু ভেলুয়ার লাগ পাইবা ॥ সাত ভৈনেরে তুমি চক্ষে না দেখিবা ॥ রোকামেতে সাত পরীরে তারা ভ্রমন করিয়া ॥ আমার নিকটে আইসেরে তারা দুয়ার লাগিয়া ॥ আলোক রথে করি রে তারা সুন্থে উড়ি যায় ॥ নানান মিষ্ট ফলরে তারা আমারে খাওয়ায় সেই রথে চড়ি পরী রোকামে যাইতে ॥ গোপমে যাইওরে তুমি চড়ি আলোক রথে ॥ এই কথা কহিরে সাধু কি কাজ করিল ॥ গায়েবী এক টুপীরে আনি সাধুর মাথায় দিল ॥ ফকিরে বোলায় সাধু শুন সমাচার এক টুপী শিরে দিলে কেহ না দেখিবে আর ॥ সেই টুপী পাইয়ারে সাধু খুসি হৈল মন ॥ হেনকালে উড়ি আইল পরী সাতজন ॥ পরী সব দেখি সাধুরে টুপী দিল শিরে ॥ আলোক রথ রাখিরে সাত পরী নামে ধীরে২ ॥ ফকিরের কাছেরে তারা গেল সাত জন ॥ যাইয়া ছালামরে তারা করে জনে জন ॥

ভেলুয়ার উদ্ধার হইবার বয়ান।

দোওা লই সাত পরীরে তারা আলোক রথে যায় ॥ হেনকালে সাধুরে ডাকি ফকিরে বুঝায় ॥ ফকিরে বলেতরে সাধু মুই বোল্লুম তোমারে ॥ রথে নীচে বৈসরে তুমি টুপী দিয়া শিরে ॥ সেই কথা শুনিরে আমির সাধু টুপী মাথায় দিয়া ॥ পরীর সাতে গেলরে সাধু রোকামে চলিয়া রোকামে যাইয়ারে সাতপরী রথ নামাইল ॥ ধীরে২ আমির সাধুরে উঠি দৌড় ভালা দিল ॥ তার পরে কি হৈলরে আরে শুনরে খবর ॥ সেই তারিখে নাচ হবেরে রোকাম সহর ॥ আমির সাধুর কথারে এবে হৌক নিবারণ ॥ সাত পরীর কথারে কিছু শুন দিয়া মন ॥ ভাত পাণী খাইরে তারা শাজন করিয়া ॥ সাত ভৈনে চলি আইল ভেলুয়ারে লইয়া ॥ রাজ সভাপুর্ণ হৈছেরে পাত্রমিত্র আসি ॥ হেনকালে আদেশিলরে রাজ সভা মাঝে বসি ॥ কুশলের ইন্দ্রের বাজারে সবে জান বাজাইতে কহিল ॥ সেইসমে আমির সাধুরে সভার মাঝে গেল ॥ ভেলুয়ারে সাতে করিরে জান সাত ভৈনে নাচে ॥ আমিরসাধু নাচ দেখিরে মনে২ হাসে ॥ তার

পরে আমিরসাধুয়ে দৃষ্টি করি চায়॥ একজন সভায় বসিরে মৃদঙ্গ বাজায়
পরীর কুলের বাছারে মৃদঙ্গ বাজাইতে না জানে॥ টুপী শিরে দিয়ারে
আমির সাধু মৃদঙ্গ ধরি টানে ❀ কোনজনে টানেরে মৃদঙ্গ নাহি দেখা
যায়॥ মনেং ডরিরে বাজন্যা মৃদঙ্গ ফেলিয়া ধায় ❀ গাজাখোর বাজন্যা
যদি গাজা খাইতে গেল॥ আমির সাধু লইরে মৃদঙ্গ বাজাইতে লাগিল
ইন্দ্রকুলের বাজারে সাধু জানে নানা তাল॥ ইন্দ্র রাজায় শুনিরে বাজনা
হইল খোসাল ❀ টাকা পয়সা বকসিস দিলরে রাজায় শুনিয়া বাজানা
একেং সব দিলরে সাজের খৌরণ ❀ ইন্দ্ররাজায় বলেরে মৃদঙ্গ বাজনা
ক্ষেমা কর॥ নাহি শুনে মানা বাজায়রে আমির সদাগর ❀ ইন্দ্র রাজার
পুজার সময়রে নষ্ট হইয়া যায়❀যত মানা করে বাজায়রে সাধু অধিক
বাজায় ❀ ইন্দ্র রাজায় বলেরে মৃদঙ্গ বাজায় কোন জন॥ কানে শুনা
যায়রে কেবল না দেখি নয়নে ❀ তবে আমি বলিরে বাজান্যা শুনরে
খবর॥ সাপ দিয়া জালাইয়া দিমুরে তোমার রোকাম সহর ❀ নতুবা
কি চাওরে মৃদঙ্গ আমার গোচর॥ ভয় পায় হাজির হইলরে আমির
সদাগর ❀ টুপি রাখি আমির সাধুয়ে দিছে দরশন॥ সুন্দর ভেলুয়া
দিয়ারে আমার রাখহ জীবন ❀ এই কথা শুনিয়া রাজা জলিয়া উঠিল
ভেলুয়াং বলিরে রাজায় ডাকিতে লাগিল❀ গোস্বায় জলিয়ারে রাজায়
ভেলুয়ারে কয়॥ আমাকে বলিলারে তোমার বিবী নাহি হয় ❀ ইন্দ্র
রাজায় বলেরে ভেলুয়া দেখিবারে পাই॥ সারা রাত্রি মৃদঙ্গ বাজায়রে
তোমার সুন্দর জামাই ❀ ভেলুয়ায় শুনিরে বড় সরমিন্দা হইল॥ সাপ
দিয়া ইন্দ্র রাজার রে শিলকায়া করিল ❀ যখন শিলকায়া হৈলরে
ভেলুয়া সুন্দরী॥ আমির সাধু কান্দন করে রে রাজার পায় ধরি ❀
ইন্দ্র রাজায় বলেরে সাধু না কান্দিও তুমি॥ এক বৎসর গেলেরে ভাল
করি দিনু আমি ❀ কান্দিয়াং আমির সাধুরে রোকাম সহরে থাকে॥
ভেলুয়াং বলিরে সদায় মুখে ডাকে ❀ এই মতে বারো মাসরে যদি
হইছে পুরণ॥ আশীর্ব্বাদ দিয়া ভেলুয়ারে করিল চেতন ❀ এইমতে
তিন বৎসর গত হৈয়া গেল॥ ভেলুয়ারে লইরে সাধু আপন দেশে
আইল ❀ হীন মোয়াজ্জমে কহেরে শুন বন্ধুগণ॥ ভেলুয়া সুন্দরীর
গীতরে হইল সমার্পন ❀ ভুল চুক হইলে মোর রে লইবেন ক্ষেমিয়া॥
দোওয়া করিবেন মোর রে অধিন জানিয়া ❀

—০ঃ সমাপ্ত ঃ০—